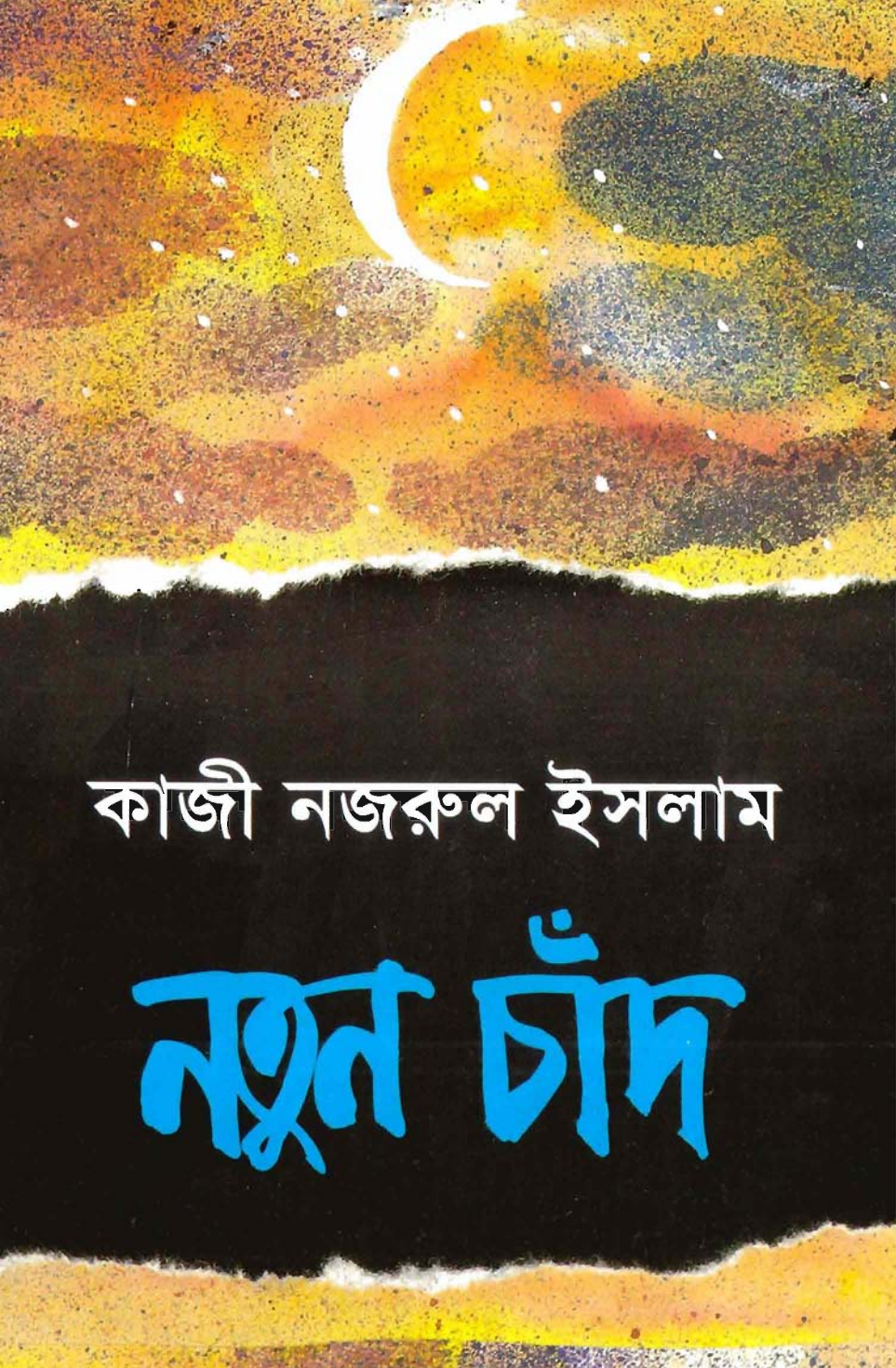


NATUN CHAND

Kazi Nazrul Islam

Edited By: MyMahbub.Com



কাজী নজরুল ইসলাম

নতুন চাঁদ

নতুন চাঁদ

কবিঃ সিরাজুল হক

প্রসঙ্গ-কথা

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি মনীষার এক মহত্তম বিকাশ, বাঙালির সৃষ্টিশীলতার এক তুঙ্গীয় নিদর্শন। সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রায় সর্বাঞ্চলে তাঁর দৃষ্ট পদচারণা। নজরুল তাঁর বহুমাত্রিক প্রতিভার স্পর্শে বাংলা সাহিত্য-সঙ্গীতে যুক্ত করেছেন যুগ-মাত্রা।

কবির লেখা সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'নতুন চাঁদ'। কবির রোগাক্রান্ত হওয়ার অনতিপূর্বে লিখিত কবিতাগুলির সংকলন 'নতুন চাঁদ'। 'নতুন চাঁদ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে কবির দুইটি নতুন কবিতা 'ঈদের চাঁদ' ও 'চাঁদনী রাতে' সন্নিবেশিত হয়।

নজরুলের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মতো 'নতুন চাঁদ'-এর বহু সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সব সংস্করণই নির্ভরযোগ্য নয়, এমনকি সহজলভ্যও নয়। কপিরাইট আইনের তোয়াক্কা না করে অনেক প্রকাশক কবির অনেক কাব্যগ্রন্থ ও অন্যান্য বই প্রকাশ করেছেন। এ-সব গ্রন্থে মুদ্রণ-বিস্রাট ছাড়াও রচনার বিকৃতি ঘটেছে। এ পটভূমিতে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিটি গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য ও সুলভ সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হয়। কপিরাইট আইন অনুযায়ী ও কবির উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক নজরুল ইন্সটিটিউট ক্রমাগতই নজরুলের প্রতিটি গ্রন্থের নবতর সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলেই 'নতুন চাঁদ'-এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

শত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কিছু মুদ্রণ-ত্রুটি রয়ে গেল। এজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

যাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের এ গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা দিয়েছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মুহম্মদ নূরুল হুদা

নির্বাহী পরিচালক

সূচীপত্র

নতুন চাঁদ	১
চির-জনমের প্রিয়া	৬
আমার কবিতা তুমি	১১
নিরুজ্জ	১৬
সে যে আমি	১৯
অভেদম্	২২
অভয়-সুন্দর	২৫
অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি	২৮
কিশোর রবি	৩২
কেন জাগাইলি তোরা	৩৪
দুর্বীর যৌবন	৩৬
আর কতদিন	৩৯
ওঠ রে চাষী	৪২
মোবারকবাদ	৪৪
কৃষকের ঈদ	৪৬
শিখা	৪৮
আজাদ	৫০
ঈদের চাঁদ	৫৪
চাঁদনী রাতে	৫৭

নতুন চাঁদ

দেখেছি তৃতীয় আস্মানে চিদাকাশে
চির-পথ-চাওয়া মোর নতুন চাঁদ হাসে।
দেহ ও মনের রোজা আমার
'এফতার' করে গেরেফতার
করিব, তৃষিত বন্ধে মোর ঐ চাঁদে,
সহিতে পারি না বিরহ ওর, মন কাঁদে !
জুড়াব এবার জুড়াব গো,
খুশির পায়রা উড়াব গো
নামিবে ও চাঁদ মোর হৃদয়- আস্মানে,
মস্ত হইব আনন্দের রস পানে।
বদলাবে তকদির আমার,
ঘুচিবে সর্ব অঙ্ককার,
পরিব ললাটে, চুমু দেবো, বাঁধব তায়
আল্লাহ্ নামের রঞ্জজুতে দিল-কোঠায়।
সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের,
পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে
সাত আসমান দোল খাবে জয়-গানে
এক আল্লাহর জয়-গানে,
মহামিলনের জয়-গানে
“শান্তি” “শান্তি” জয়-গানে !
একঘরে হেথা দশ প্রাচীর,
হিংসা-ক্লেব্য-বন্ধ নীড়
ভেঙে যাবে, মন রেঙে যাবে এক রঙে।
এক আঁকাশের তলে রব এক সঙে।

চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ !
 অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
 বাঁধিবে সকলে এক সাথে গলে গলে
 মিলিয়া চলিব তাঁর পথে দলে দলে।
 রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
 রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
 রবে না লোভ, রবে না ক্ষোভ অহঙ্কার,
 প্রলয়-পয়োধি এক নায়ে হইব পার।
 একের লীলা এ, দুজ্ঞন নাই
 তাঁহারি সৃষ্টি সবাই ভাই,
 কত নামে ডাকি—সর্বনাম এক তিনি,
 তাঁরে চিনি নাকো, নিজেই তাই নাই চিনি।
 আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
 সব ঘরে ঘরে এক সমান
 সকলের মাঠে শস্য দেয় ফুল ফোটায়,
 সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা করুণা পায়।
 প্রলয়ের রূপ ধরে যবে
 তাঁর ক্রোধ নেমে আসে ভবে,
 সব ধর্মের সব মানব মরে তখন,
 থাকে না হিন্দু-মুসলমানের আশ্ফালন !
 এককে মারিলে রহে না দুই,
 এস সবে সেই এককে ছুঁই,
 এক সে সৃষ্টা সব-কিছুর সব জাতির।
 আসিছে তাহারি চন্দ্রালোক এক বাতির !
 মরিছে যাহারা— তাহারা নয়,
 আসিছে-যাহারা বাঁচিয়া রয়,
 নিত্য অভেদ উদার-প্রাণ নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
 আস্মানে চাঁদ দেয় আজান নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
 মৃত্যুকে তারা করে না ভয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
 তাহারা বুদ্ধি-বদ্ধ নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
 কাপুরুষ তর্কিক যারা
 কেবল বিচার করে তারা,

অগ্রে চলে না ক্লীব ভীকু,
 যারা আগে চলে, পিছে তাদের
 প্রাণ-প্রবাহের শত্রু সব,
 ধূর্ত যুক্তি-শৃগাল-রব
 দুইকূলে করে, তবু চলে নৌজোয়ান,
 মহাবন্যার তরঙ্গসম সম্মুখে
 তবু চলে নৌজোয়ান,
 জাগাবে জোয়ার নতুন চাঁদ
 এদের বক্ষে; ভাঙিবে বাঁধ
 জরায় জীর্ণ মরা ঘাটের
 মানিবে না এরা হট্টগোল
 সত্য বলিতে নিত্য ভয়
 যুক্তি-গর্ভে লুকায়ে রয়
 ইহারা তাদের দলের নয়—নৌজোয়ান,
 এরা জীবন্ত মুক্ত-ভয় নৌজোয়ান !
 ভীকু ইদুরের কিচি-মিচি
 শোনেনাকো এরা মিছিমিছি,
 এরা শুধু বলে, “চল আগে নৌজোয়ান !”
 অসম্ভবের অভিযানে এরা চলে,
 না চলেই ভীকু ভয়ে লুকায় অঞ্চলে !
 এরা অকারণ দুর্নিবার প্রাণের ঢেউ,
 তবু ছুটে চলে যদিও দেখেনি সাগর কেউ ।

ভয় দেখায়,
 টানিতে চায় !

নৌজোয়ান !
 দলে দলে
 নৌজোয়ান !

বিলাসীদের
 মশুকের !

নৌজোয়ান !

জানে পারাবার, জানে অসীম,
 এরাই শক্তি মহামহিম,
 এরা উদ্দাম যৌবন-বেগ দরন্ত
 মুক্তপক্ষ নির্ভয় এরা উড়ন্ত ।
 নাই ইহাদের অবিশ্বাস
 যা আনে জগতে সর্বনাশ
 প্রতি নিঃশ্বাসে এরা কহে— “মোরা অমর !”
 তনুমনে নাই সন্দেহের বিসর্গ অনুষ্ণর ।

অগ্নি-গিরিরে ধরে নাড়ায়—নৌজোয়ান !
দলে দলে তারা খুঁজে বেড়ায়
ভূমিকম্পের ঘর কোথায়—
নৌজোয়ান,
বিলাস এদের দরিদ্র্য,
গতি ইহাদের বিচিত্র,

মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে ঐ পথে
লঙ্ঘিতে হবে কত সমুদ্র পর্বতে

বিলাসীরা থাক চুপ করে,
 রূপ দেখে খেয়ো টুপ করে
 যাত্রী অরুণ-তীর্থের পথে নৌজোয়ান !
 পথ দেখায় যে, সে শুধু কয়— “জীবন দান
 জীবন দান, নৌজোয়ান !”
 জীবনে না করে নিষ্টিবন,
 মৃত্যুর বৃকে সঞ্চরণ
 করে যারা, তারা নবযুগের নৌজোয়ান !
 তাহাদের পথে এস না কেউ ভীকু, আল্লার না-ফরমান।
 ওরা দুর্জয় ভয়-হারা
 ওদের ভাস্ত কয় কারা ?
 এই মর্ত্যের ভোগের গর্তে যারা মরে ?
 অমৃত আনিতে যায়—তারে অনাদর করে ?
 এক আল্লার সৃষ্টিতে
 এক আল্লার দৃষ্টিতে
 দেখিবে সবারে দুনিয়াতে নৌজোয়ান !
 তলোয়ার তার বক্ষে লুকানো
 নববধূ সম শয্যাতে—
 নৌজোয়ান !
 নৌজোয়ান !

চির-জনমের প্রিয়া

আরও কতদিন বাকি ?

বক্ষে পাওয়ার আগে বুঝি, হয়, নিভে যায় মোর আঁখি !
অনন্তলোকে অনন্তরূপে কেঁদেছি তোমার লাগি'
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো আকাশে রয়েছে জাগি'।
চির-জনমের প্রিয়া মোর ! চেয়ে দেখ নীলাকাশে
ভ্রমরের মত ঝাঁক বেঁধে কোটি গ্রহ-তারা ছুটে আসে
তোমার শ্রীমুখ কলমের পানে ! ওরা যে ভুলিতে নারে
আজিও খুঁজিয়া ফিরিছে তোমায় অসীম অন্ধকারে !
বারে বারে মোর জীবন-প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে, প্রিয়া ।
নেভেনি আমার নয়ন, তোমারে দেখিবার আশা নিয়া ।
আমি মরিয়াছি, মরেনি নয়ন ; দেখ প্রিয়তমা চাহি
তব নাম লয়ে ওরা কাঁদে আজো—ওদের নিদ্রা নাই ।
ওরা তারা নয়, অভিশপ্ত এ বিরহীর ওরা আঁখি,
মহাব্যোম জুড়ে উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয়-হারা পাখি !
আঁখির আমার ভাগ্য ভালো গো, পেয়েছিল আঁখি-জল,
তাই আজও তারা অমর হইয়া ভরে আছে নভোতল !
বাহু দিয়া মোর কণ্ঠ যদি গো জড়াইতে কোনোদিন,
আঁখির মতন এই দেহ মোর হইত মৃত্যুহীন !
তোমার অধর নিঙাড়িয়া মধু পান করিতাম যদি,
আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, সুরে বহিত অমৃত-নদী !

* * *

ফুল কেন এত ভালো লাগে তব, কারণ জান কি তার ?
ওরা যে আমার কোটি জনমের ছিন্ন অশ্রু-হার !
যত লোকে আমি তোমার বিরহে ফেলেছি অশ্রু-জল,
ফুল হয়ে সেই অশ্রু—ছুঁইতে চাহে তব পদতল !

অশ্রুতে মোর গভীর গোপন অভিমান ছিল হয়,
 তাই অভিমানে তোমারে ছুঁইয়া ফুল শুকাইয়া যায় !
 ঝরা ফুল লয়ে বক্ষে জড়ায়ে ধরেছ কি কোনো দিন ?
 এত সুন্দর, তবু কেন ফুল এমন ব্যথা-মলিন ?
 তব মুখ পানে চেয়ে থাকে ফুল মোর অশ্রুর মত ;
 তোমারে হেরিয়া উহাদের গত জনমের স্মৃতি যত
 জেগে ওঠে প্রাণে ! তাই অভিমানে ঝরে সে সঙ্ক্যাবেলা,
 ভুলিতে পারে না, যুগে যুগে তুমি হানিয়াছ যত হেলা !

* * *

পূর্ণিমা চাঁদ দেখেছ ? দেখেছ তার বুকে কালো দাগ !
 ওর বুকে ক্ষত-চিহ্ন ঐকিছে, জ্ঞান, কার অনুরাগ ?
 কোটি জনমের অপূর্ণ মোর সাধ আশা জমে জমে
 চাঁদ হয়ে যায় ভাসিয়া বেড়ায় নিরাশার মহাব্যোমে !
 কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে তার তোমার স্মৃতির ছায়া,
 এত জ্যেৎস্নায় ঢাকিতে পারেনি তোমার মধুর মায়ী !
 কোন্ সে অতীতে মহাসিঙ্কুর মন্ডন শেষে, প্রিয়া,
 বেদনা-সাগর চাঁদ হয়ে উঠে তোমারে বক্ষে নিয়া
 পলাইতে ছিনু সুদূর শূন্যে ! নিষ্ঠুর বিধাতা পথে
 তোমারে ছিনিয়া লয়ে গেল হয় আমার বক্ষ হতে !
 তুমি চলে গেলে, বুকে রয়ে গেল তব অঙ্গের ছাপ,
 শূন্য বক্ষে শূন্য ঘুরি গো, চাঁদ নই অভিশাপ !

* * *

প্রাণহীন দেহ আকাশে ফেলিয়া ধরণীতে আসি ফিরে,
 তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই গোমতী পদ্মা যমুনা তীরে !
 চিনি যবে হয় গোধূলি বেলায় শুভ লগ্নের ক্ষণে,
 ঝাঁশি না বাজিতে লগ্ন ফুরায়, আঁধার ঘনায় বনে !
 তুমি চলে যাও ভবনের বধু, আমি যাই বন-পথে,
 মোর জীবনের মরা ফুল তুলে দিই মরণের রথে !

শ্রাবণ-নিশীথে ঝড়ের কঁাদন শুনেছ কি কোনদিন ?
 কার অশান্ত অসহ রোদন আজিও শ্রান্তিহীন
 দিগ্দিগন্তে দস্যুর মত হানা দিয়ে ফেরে হয় !
 ভবনে ভবনে কার বুক থেকে কাহারে ছিনতে চায় ?—
 এমনি সেদিন উঠেছিল ঝড় মহাপ্রলয়ের বেশে
 যেদিন আমাদের পথে ফেলে গেলে চলিয়া নিরুদ্দেশে !
 প্রবল হস্তে নাড়া দিয়া আমি অসীম শূন্য নভে
 কৃষ্ণ মেঘের ঢেউ তুলেছিলাম ; গর্জিয়া ভীম রবে
 বিশ্বের ঘুম ভেঙে দিয়েছিলাম ! যেখানে যে ছিল সুখে
 যেখানে প্রিয় ও প্রিয়া ছিল—সেথা বহু হেনেছি বৃকে !
 ঝড়ের বাতাসে আমার নিশাসে নড়িল না মহাকাল,
 মোর ধুমায়িত অশ্রু-বাষ্প রচিল জলদ-জাল ।
 অব্যাহত ধারায় ঝরিনু ধরায় খুঁজিলাম বনভূমি
 ফুরাইল আয়ু, খির হল বায়ু, সাড়া দিলেনাকো তুমি !
 আমার ক্ষুধিত সেই প্রেম আজো বিজলি-প্রদীপ জ্বলে
 অন্ধ আকাশ হাতড়িয়া ফেরে ঝঞ্ঝার পাখা মেলে !
 তুমি বেঁচে গেছ, অতীতের স্মৃতি ভুলিয়াছ একেবারে,
 নৈলে ভুলিয়া ভয়—ছুটে যেতে মরণের অভিসারে !

*

*

*

শান্ত হইনু প্রলয়ের ঝড়, মলয়-সমীর-রূপে
 যেখানে দেখেছি ফুল সেইখানে ছুটে গেছি চুপেচুপে ।
 পৃথিবীতে যত ফুটিয়াছে ফুল সকল ফুলের মুখে
 তব মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি—না পেয়ে উগ্র দুখে
 ঝরায়েছি ফুল ধরার ধুলায় ! ঝরা ফুল-রেনু মেখে
 উদাসীন হাওয়া ফিরিয়াছি পথে তব প্রিয় নাম ডেকে !
 সদ্য-স্নাতা এলো কুন্তল শূকায়িত যবে তুমি
 সেই এলোকেশ বক্ষে জড়ায়ে গোপনে যেতাম চুমি !
 তোমার কেশের সুরভি লইয়া দিয়াছি ফুলের বৃকে
 আঁচল ছুইয়া মর্ছিত হয়ে পড়েছি পরম সুখে !

তোমার মুখের মদির সুরভি পিইয়া নেশায় মাতি
 মন্থয়া বকুল বনে কাটায়েছি চৈতী চাঁদিনী রাত।
 তব হাত দু'টি লতায়ে রহিত পুষ্পিত লতা সম
 কত সাধ যেত যদি গো জড়াত ও লতা কণ্ঠে মম !
 তব কঙ্কণ চুড়ি লয়ে আমি খেলেছি, দেখনি তুমি,
 চলিতে মাথার কাঁটা পড়ে যেত, আমি তুলিতাম চুমি !
 চোরের মতন চুরি করিয়াছি তব কবরীর ফুল !—
 সে সব অতীত জনমের কথা—আজ মনে হয় ভুল !

* * *

আজ মুখ পানে চেয়ে দেখি, তব মুখে সেই মধু আছে,
 আজও বিরহের ছায়া দোলে তব চোখের কোলের কাছে !
 ডাগর নয়নে আজো পড়ে সেই সাগর জলের ছায়া,
 তনুর অনুতে অনুতে আজিও সেই অপরূপ মায়ী !
 আজও মোর পানে চাহ যবে, বুকে ঘন শিহরণ জাগে,
 আমার হৃদয়ের কোটি শতদল ফুটে ওঠে অনুরাগে !
 আজও যবে চাও, আমার ভুবনে ওঠে রোদনের বাণী,
 কানাকানি করে চাঁদে ও তারাতে—“জানি গো তোমারে জানি !”
 রুধিরে আমার নূপুর বাজে গো, কহে—“প্রিয়া, চিনি, চিনি” !
 একদিন ছিলে প্রেমের গোলকে মোর প্রেম-গরবিনী।
 ছিল একদিন— আমার সোহাগে গলিয়া যমুনা হতে,
 নিবেদিত নীল পদোর মত ভাসিতে প্রেমের স্রোতে !
 ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছ আজ এই পৃথিবীর ঘাটে,
 (আমি) পুষ্প-বিহীন শূন্য বস্তু কাটা লয়ে দিন কাটে !

* * *

মনে কর, যেন সে কোন্ জনমে বিদায় সঙ্ক্যাবেলা।
 তুমি রয়ে গেলে এপারে, ভাসিল ওপারে আমার ভেলা !
 সেই নদী জলে পড়ে গেলে তুমি ফুলের মতন ঝরে,
 কেঁদে বলেছিলে যাবার বেলায়—“মনে কি পড়িবে মোরে,
 জনমিবে যবে আর কি আঁকিবে হৃদয়ে আমার ছবি ?”
 আমি বলেছি, “উত্তর দেবে আর জনমের কবি !”

সেই বিরহীর প্রতিশ্রুতি গো আসিয়াছি কবি হয়ে,
 ছবি আঁকি তব আমার বুকের রক্ত ও আয়ু লয়ে !
 ঝাঁকে ঝাঁকে মোর কথার কপোত দিকে দিকে যায় ছুটে
 হংস-দূতীর মত মোর লিপি ধরিয়া চঞ্চুপুটে !
 হারায়ে গিয়াছে শূন্য তাহারা ফিরিয়া আসেনি আর,
 তাই সুরে সুরে বিধূনিত করি অসীম অঙ্ককার !
 ভবনে ভবনে সেই সুর প্রতি কণ্ঠ জড়ায়ে কহে—
 “যাহারে খুজিয়া কাঁদি নিশিদিন, জান সে কোথায় রহে?”
 তারা মরে, ফুল ঝরে সেই সুরে, তুমি শুধু কাঁদিলে না
 আমার সুরের পালক কুড়ায়ে কবরীতে বাঁধিলে না !
 আমার সুরের ইন্দ্রাণী ওগো ! ব্যথার সাগর-তলে—
 দেখেছ কি কত না-বলা কথার মুক্তা মানিক জ্বলে ?
 তোমার কণ্ঠে মালা হয়ে তারা মুক্তি লভিতে চায়
 গত জনমের অস্তি আমার নিদারুণ বেদনায়
 মুক্তা হয়েছে ; অঞ্জলি দিতে তাই গাঁথি গানে গানে
 চরণে দলিয়া ফেলে দিও পথে যদি তা বেদনা হানে
 মনে করো, দুঃস্বপ্নের মত আমি এসেছি নু রাতে
 বহুবীর গেছ ভুলিয়া এবারও ভুলিয়া যাইও প্রাতে
 কহিলাম যত কথা প্রিয়তমা মনে করো সব মায়া,
 সাহারা মরুর বুকে পড়ে না গো শীতল মেঘের ছায়া !
 মরুভূর তৃষা মিটাইবে তুমি কোথা পাবে এত জল ?
 বাঁচিয়া থাকুক আমার রৌদ্র-দগ্ধ আকাশ-তল !

আমার কবিতা তুমি

প্রিয়া-রূপ ধরে এতদিনে এলে আমার কবিতা তুমি,
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি !
জুড়ালো গো তার শত জনমের রৌদ্র-দগ্ধ-কায়া—
এতদিনে পেল তার স্বপনের স্নিগ্ধ মেঘের ছায়া !
চেয়ে দেখ প্রিয়া, তোমার পরশ পেয়ে
গোলাপ দ্রাক্ষা-কুঞ্জে মরুর বক্ষ গিয়াছে ছেয়ে !

গভীর নিশীথে, হে মোর মানসী, আমার কল্প-লোকে
কবিতার রূপে চুপে চুপে তুমি বিরহ-করণ চোখে
চাহিয়া থাকিতে মোর মুখ পানে ; আসিয়া হিয়ার মাঝে
বলিতে যেন গো—“হে মোর বিরহী, কোথায় বেদনা বাজে ?”
আমি ভাবিতাম, আকাশের চাঁদ বুকে বুঝি এলো নেমে
মোর বেদনায় বুকে বুক রাখি' কাঁদিতে গভীর প্রেমে !
তব চাঁদ-মুখ পানে চেয়ে আজ চমকিয়া উঠি আমি,
আমি চিনিয়াছি, সে চাঁদ এসেছে প্রিয়া-রূপ ধরে নামি !

যত রস ধারা নেমেছে আমার কবিতার সুরে গানে
তাহার উৎস কোথায়, হে প্রিয়া, তব শ্রীঅঙ্গ জানে।
তাই আজ তব যে অঙ্গে যবে আমার নয়ন পড়ে,
ধির হয়ে যায় দৃষ্টি সেথাই, আঁখি-পাতা নাহি নড়ে !
তোমার তনুর অনু-পরমাণু চির-চেনা মোর, রানী !
তুমি চেননাকো ওরা চেনে বলে, “বঙ্কু তোমারে জানি।”
অনন্ত শ্রীকান্তি লাবণী রূপ পড়ে ঝরে ঝরে
তোমার অঙ্গ বাহি', প্রিয়তমা, বিশ্ব ভুবন 'পরে !
মস্ত-মুগ্ধ সাপের মতন তোমার অঙ্গ পানে
তাই চেয়ে থাকি অপলক-আঁখি, লজ্জারে নাহি মানে !

তুমি যবে চল, যবে কথা বল, মুখ পানে চাও হেসে
 মূর্তি ধরিয়া ওঠে যেন সেথা আমার ছন্দ ভেসে।
 মনে মনে বলি, তুমি যে আমার ছন্দ-সরস্বতী,
 ওগো চঞ্চলা, আমার জীবনে তুমি দূরন্ত গতি !
 আমার রুদ্র নৃত্যে জেগেছে কঙ্কালে নব প্রাণ,
 ছন্দিতা ওগো, আমি জানি, তাহা তব অঙ্গের দান !
 নাচো যবে তুমি আমার বক্ষে, রুধির নাচিয়া ওঠে
 সেই নাচ মোর কবিতায় গানে ছন্দ হইয়া ফোটে।
 মনে পড়ে যবে তোমার ডাগর সজল-কাজল আঁখি,
 সে চোখের চাওয়া আমার গানের সুর দিয়ে বেঁধে রাখি।
 প্রেম-ঢলঢল তোমার বিরহ-ছলছল মুখ হেরি'
 ভাবের ইন্দ্রধনু ওঠে মোর সপ্ত আকাশ ঘেরি'।
 আমার লেখার রেখায় রেখায় ইন্দ্রধনুর মায়া,
 উহারা জানে না, এই রং তব তনুর প্রতিচ্ছায়া !
 আমার লেখায় কী যেন গভীর রহস্য খোঁজে সবে
 ভাবে, এ কবির প্রিয়তমা বুঝি আকাশ-কুসুম হবে !
 উহারা জানে না, তুমি অসহায় কাঁদ পৃথিবীর পথে,
 উহারা জানে না, রহস্যময়ী তুমি মোর লেখা হতে !
 আমিই ধরিতে পারি না তোমারে, উহারা ধরিতে চায়,
 সাগরের স্মৃতি খুঁজে ফেরে ওরা মরুভূর বালুকায় !
 তোমার অধরে আঁখি পড়ে যবে, অধীর তৃষ্ণা জাগে,
 মোর কবিতায় রস হয়ে সেই তৃষ্ণার রং লাগে।
 জাগে মদালস-অনুরাগ-ঘন নব যৌবন নেশা
 এই পৃথিবীতে মনে হয় যেন, শিরাজী আঁধুর-পেশা !
 সুর হয়ে ওঠে সুরা যেন, আমি মদিরা-মত্ত হয়ে
 যৌবন-বেগে তরুণেরে ডাকি খর তরবারি লয়ে।
 জরাগ্রস্ত জাতিরে শুনাই নব জীবনের গান,
 সেই যৌবন-উদ্ভদ বেগ, হে প্রিয়া তোমার দান।
 হে চির-কিশোরী, চির-যৌবনা ! তোমার রূপের ধ্যানে
 জাগে সুন্দর রূপের তৃষ্ণা নিত্য আমার প্রাণে।

আপনার রূপে আপনি মুগ্ধা দেখিতে পাও না তুমি
কত ফুল ফুটে ওঠে গো তোমার চরণ-মাধুরী চুমি !
কুড়ায়ে সে ফুল গাঁথি আমি মালা কাব্যে-ছন্দে-গানে,
মালা দেখে সবে, জানে না মালার ফুল ফোটে কোন্‌খানে !

হে প্রিয়া, তোমার চির-সুন্দর রূপ বারে বারে মোরে
অসুন্দরের পথ হতে টানি' আনিয়াছে হাত ধরে ।
ভিড় করে যবে ঘিরিত আমারে অসুন্দরের দল,
সহসা উর্ধ্বে ফুটিয়া উঠিত তব মুখ-শতদল ।
মনে হত, যেন তুমি অনন্ত শ্বেত শতদল-মাঝে,
মোর প্রতীক্ষা করিতেছ প্রিয়া চির-বিরহিনী সাজে ।
সেই মুখখানি খুঁজিয়া ফিরেছি পৃথিবীর দেশে দেশে,
শ্রান্ত স্বপনে হৃদয়-গগনে ও মুখ উঠিত ভেসে !
যেই ধরিয়াছি মনে হত হয়, অমনি ভাঙিত ঘুম,
স্মৃতি রেখে যেত আমার আকাশে তব রূপ-কুঙ্কুম !
দেখি নাই, তবু কহিতাম গানে “সাড়া দাও, সাড়া দাও,
যারা আসে পথে, তারা তুমি নহ, ওদের সরায়ে নাও !”
ভেবেছি, বুঝি পৃথিবীতে আর তব দেখা মিলিল না,
তুমি থাক বুঝি সুদূর গগনে হয়ে কবি-কল্পনা ।
সহসা একদা প্রভাতে যখন পাখিরা ছেড়েছে নীড়,
হারানো প্রিয়ারে খুঁজিছে আকাশে অরুণ-চন্দ্রাপীড়,
আমি পৃথিবীতে খুঁজিতেছি গো আমার প্রিয়ারে গানে,
ধমকি' দাঁড়ানু, চমকি' উঠিনু কাহার বীণার তানে !
বেণু আর বীণা এক সাথে বাজে কাহার কণ্ঠ-তটে,
কার ছবি যেন কাঁদিয়া উঠিল লুকানো হৃদয়-পটে ।
হেরিনু আকাশে তরুণ সূর্য থির হয়ে যেন আছে,
কে যেন কী কথা কয়ে গেল হেসে আমার কানের কাছে ।
আমার বুকের জমাট তুষার-সাগর সহসা গলে
আছাড়িয়া যেন পড়িতে চাহিল তোমার চরণ-তলে ।

ওগো মেঘ-মায়া, বুঝিয়াছিলে কি তুমি ?
দারুণ তৃষায় তব পানে ছিল চেয়ে কোনো মরুভূমি ?

তুমি চলে গেলে ছায়ার মতন, আমি ভাবিলাম মায়া,
কল্প-লোকের প্রিয়া আসে না গো ধরণীতে ধরি' কায়া !

ভেবেছি, আর জীবনে হবে না দেখা—

সহসা শ্রাবণ-মেঘ এল যেন হইয়া ব্রজের কেকা !
যমুনার তীরে বাজিয়া উঠিল আবার বিরহী বেণু,
আঁধার কদম-কুঞ্জে হেরিনু রাখার চরণ-রেণু।
যোগ-সমাধিতে মগ্ন আছি, ভগ্ন হইল ধ্যান,
আমার শূন্য আকাশে আসিল স্বর্ণ-জ্যোতির বান।
চির-চেনা তব মুখখানি সেই জ্যোতিতে উঠিল ভাসি'
ইঙ্গিতে যেন कहিলে, “বিরহী প্রিয়তম, ভালোবাসি !”

আমি ডাকিলাম, “এস এস তবে কাছে !”
কাঁদিয়া कहিলে, “হের গ্রহ তারা এখনো জাগিয়া আছে,
উহার নিভুক, ঘুমাক পৃথিবী, ঘুমাক রবি ও শশী,
সে দিন আমারে পাবে গো, লাজের গুণ্ঠন যাবে খসি'।
কেবল দু'জন করিব কুজন, রহিবে না কোন ভয়,
মোদের ভুবনে রহিবে কেবল প্রেম আর প্রেমময়।”

“আমি কি করিব ?” कहিলাম আঁখি-নীরে
কহিলে “কাঁদিবে মোর নাম লয়ে বিরহ-যমুনা-তীরে !
যমুনা শূকায়ে গিয়াছে প্রেমের গোকুলে এ ধরা-তলে,
আবার সৃজন করো সে যমুনা তোমার অশ্রু-জলে !
তোমার আমার কাঁদন গলিয়া হইবে যমুনা জল
সেই যমুনায় সিনান করিতে আসিবে গোপিনী-দল,
ওরা প্রেম পাবে, পাইবে শান্তি, পাবে তৃষ্ণার মধু,
তোমারে দিলাম চির-উপবাস, পরম বিরহ, ঐধু !”
“একি অভিশাপ দিলে তুমি” বলে যেমনি উঠিগো কাঁদি,
হেরি কাঁদিতেছ পাগলিনী মোর হাত দুটি বুকে বাঁধি !
আজ মোর গানে কবিতায়, সুরে তুমি ছাড়া নাই কেউ,
সেই অভিশাপ যমুনায় বুঝি তুলেছে বিপুল ঢেউ !
সবার তৃষ্ণা মিটাইতে আমি যমুনা হইয়া ঝরি,
জানে না পৃথিবী, কোন্ নিদারুণ তৃষ্ণা লইয়া মরি !

বড় জ্বালা বুকে, বল বল প্রিয়া— না-ই পাইলাম কাছে,
এই বিরহের পারে তব প্রেম আছে আজো জেগে আছে !
যদি অভিমান জাগে মোর বুকে না বুঝে তোমার খেলা,
দূরে থাক বলে ভাবি যদি তারে অনাদর অবহেলা—
কেঁদে কেঁদে রাতে যদি মোর হাতে লেখনী যায় গো থামি,
বিরহ হইয়া বুকে এসে মোর কহিও— “এই ত আমি।”

banglainternet.com

নিরুক্ত

আর কতদিন রবে নিরুক্ত তোমার মনের কথা ?
কথা কও প্রিয়া, সহিতে নারি এ নিদারুণ নীরবতা ।
কেবলি আড়াল টানিতে চাহ গো তোমার আমার মাঝে
সে কি লজ্জায় ? তবে কেন তাহা অবহেলা সম বাজে ?
হের গো আমার তৃষিত আকাশ তব অধরের কাছে
যে কথা শোনার তরে শত যুগ আনত হইয়া আছে,
বল বল প্রিয়া, সে কথা বলিবে কবে ।
যে কথা শুনিয়া মাতিয়া উঠিবে আকাশ মহোৎসবে !
যে কথা কারেও বলনি জীবনে আমারেও নাহি বল,
যে কথার ভারে অসহ ব্যথায় টলিতেছ টলমল,
তোমার অধর-পল্লব ফাঁকে সেই নিরুক্ত বাণী—
ফুলের মতন ফুটিয়া উঠিবে কোন্ শুবক্ষণে, রানী ?
না-বলা তোমার সে কথা শোনার লাগি
শত সে জনম কত গ্রহ তারা আড়ি পেতে আছে জাগি !
সে কথা না শুনে তিথি গুনে গুনে চাঁদ হয়ে যায় ক্ষয়,
শুনিবে আশায় লয় হয়ে চাঁদ আবার জনম লয় !
আমার মনের আঁধার বনের মৌনা শকুন্তলা,
কোন্ লজ্জায় কোন্ শঙ্কায়, যায় না সে কথা বলা ?

তুমি না কহিলে কথা
মনে হয়, তুমি পুষ্প-বিহীন কুণ্ঠিতা বনলতা !
সে কথা কহিতে পারো না বলিয়া বেদনায় অনুরাগে
তব অঙ্গের প্রতি পল্লবে ঘন শিহরণ জাগে ।
তোমার তনুর শিরায় শিরায় সে কথা কাঁদিয়া ফিরে,
না-বলা সে কথা ঝরে ঝরে পড়ে তোমার অশ্রু-নীরে !
হে আমার চির-লজ্জিত বধু, হের গো বাসর-ঘরে
প্রতীক্ষা-রত নিশি জেগে আছি সে কথা শোনার তরে ।

হাত ধরে মোর রাত কেটে যায়, চরণ ধরিয়া সাধি,
 অভিমানে কভু চলে যাই দূরে, কভু কাছে এসে কাঁদি।
 তোমার বকের পিঞ্জরে কাঁদে যে কথার কুহু কেকা,
 অধর-দুয়ার খুলিয়া কি তারা বাহিরে দেবে না দেখা ?
 আমার ভুবনে যত ফুল ফোটে রেখে তব রাঙা পায়
 ফাগুনের হাওয়া উত্তর নাহি পেয়ে কেঁদে চলে যায়।
 হে প্রিয় মোর নয়নের জ্যোতি নিশ্চভ হয়ে আসে,
 ঘুম আসে না গো, বসে থাকি রাতে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে।
 বুঝি বলিতে পার না লাঞ্জে
 মোর ভালোবাসা ভালো লাগেনাকো বেদনার মত বাঞ্জে !

কহ সেই কথা কহ,
 কেন বেদনার বোঝা বহ তুমি কেন আপনারে দহ ?
 আমি জানি মোর নিয়তির লেখা,— তবু সেই কথা বল
 “ভিখারী, ভিক্ষা পেয়েছ, তোমার যাবার সময় হ’ল !”

মুষ্টি-ভিক্ষা চাহিয়া ভিখারী দৃষ্টি-প্রসাদ পায়,
 উৎপাত সম তবু আসে, তারে ক্ষমা করো করুণায় !
 কেন অপমান সহি নেমে আসি বিরহ-যমুনা-তীরে।
 — রাগ করিও না, হয়ত চিনিতে পারনি এ ভিখারীরে !
 কী চেয়েছি, হয়ত বুঝিতে পারনিক তুমি হায়,
 তোমারে চাহিতে আসিনি, আমারে দিতে এসেছি পায় !
 আমি বলেছি, “আমারে ভিক্ষা লইয়া বাঁচাও মোরে,
 তুমি তা জান না, কত কাল আছি ভিক্ষা-পাত্র ধরে।”
 আমি বলেছি, ‘ধরায় যখন চলিবে যে পথ দিয়া,
 চরণ রেখো গো, সেই পথে আমি বুক পেতে দেবো প্রিয়া !
 তোমার চরণে দে খছি যে বেদ-গানের নূপুর-পরা,
 কত কাঁটা কত ধূলি ও পঙ্কে পৃথিবীর পথ ভরা
 তাই শিব সম, হে শক্তি মম, তব পথে পড়ে থাকি,
 তাই সাধ যায় গঙ্গার মত জটায় লুকায়ে রাখি !”

চির-পবিত্র অমৃতময়ী, বল কোন্ অভিমানে
তোমার পরম-সুন্দরে ফেলি' যাও শ্মশানের পানে ?
আপন মায়ায় পরম শ্রীমতি চেননাকো আপনারে,
কহিলে না কথা, নামায়ে আমায় প্রেম-যমুনার পারে।
আমি যা জানি না, তুমি তাহা জান ভালো,
তুমি না কহিলে কথা, নিভে যায় বৃন্দাবনের আলো !
বক্ষ হইতে চরণ টানিয়া লইলে, ভিক্ষু শিব
মহারুদ্ধের রূপে সংহার করিবে এ ত্রিদিব।

রহিবে না আর প্রিয়-ঘন মোর নগ্ন কিশোর রূপ,
মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে দেখিবে শ্মশান-স্তূপ !
হে নিরুজ্জ্বল, সেদিন হয়ত শূন্য পরম ব্যোমে
শূন্যে চাহিবে তোমার না-বলা কথা তব প্রিয়তমে।
আসিবে কি তুমি বেণুকা হইয়া সেদিন অধরে মম ?
এই বিরহের প্রলয়ের পারে।
কোন্ অনাগত আরেক দ্বাপরে
লজ্জা ভুলিয়া কণ্ঠ জড়ায়ে কহিবে কি — “প্রিয়তম !”

সে যে আমি

ওগো দূরন্ত সুন্দর মোর ! কার স্পরে রাগ করি'
তারার মুক্তা-মালিকা ছিড়িয়া ছড়ালে গগন ভরি' ?
কারে তুমি ভালোবাসো প্রিয়তম ? কার নাহি পেয়ে দেখা
চাঁদের কপোলে মাখাইয়া দিলে কালো কলঙ্ক-লেখা ?
কার অনুরাগ নাহি পেয়ে তুমি লাল হয়ে ওঠ রাগে ?
প্রভাত-সূর্যে, সৃষ্টিতে সেই রাগের বহি লাগে ।
কাহার বিরহ-জ্বালায় জ্বালাও বিশ্ব, পরম স্বামী ?
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

বনে উপবনে কুঞ্জে ফোটাও চামেলি চম্পা হেনা,
ওগো সুন্দর, ফুল ফুটাইয়া মালা কেন গাঁথিলে না ?
শ্রাবণ-গগনে মেঘ-রূপে ওঠে তব রোদনের ঢেউ,
ঝুরিয়া ঝুরিয়া ক্ষীণ হল তনু, ভালোবাসিল না কেউ ?
ওগো অভিমানী ! বল, কেন কোন নির্দয় অভিমানে
সৃষ্টিতে দিয়া জীবন, আবার টানিছ মৃত্যু-টানে ?
গড়িয়া নিমেষে ভেঙে ফেল রূপ, যেন ভালো নাহি লাগে
রূপের এ খেলা । কোন্ অপরূপা স্মৃতিতে তোমার জাগে ।
তাহারি লাগিয়া জাগিয়া রয়েছে উদাসীন দিবাযামী,
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমে বসালে ভূতের মেলা,
ভূত নিয়ে একি অদ্ভুত খেলা, কে হানিয়াছে হেলা ?
মাধবী লতার কাঁকন পরায়ে সহকার-তরু-শাখে
রুদ্ধ ঝড়ের রূপে এসে তুমি কেন ছিড়ে ফেল তাকে ?
তোমার প্রেমের রাখী কে নিল না, কে সেই গরবিনী ?
আজও সৃষ্টির পিত্রালয়ে কি কাঁদে সেই বিরহিনী ?

তাই কি যেখানে মিলন, সেখানে নিত্য বিরহ আনো ?
আপন প্রিয়ারে পেলে না বলিয়া সবার প্রিয়ারে টানো ?
কার কামনার সৃষ্টিতে তব রূপ চঞ্চল কামী ?
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

কাহারে ভুলাতে বর অনন্ত পরম-শ্রীর রূপে,
তোমারি গুনের কথা কি ভ্রমর ফুলে কয় চুপে চুপে ?
মুহু মুহু উহু উহু উহু করে ওঠ কুহুর কণ্ঠস্বরে
তোমারি কাছে কি শিখিয়া পাপিয়া পিয়া পিয়া রব করে ?
পদ-পাতার থালায় তোমার নিবেদিত ফুলগুলি
ঝরে ঝরে পড়ে অশ্রু-সায়রে, কেহ লইল না তুলি !
যাহার লাগিয়া ফুলের বক্ষে সঞ্চিত কর মধু,
সকলে সে মধু লইল, নিল না তোমারই মালিনী বধু ?
যে অপরূপারে খোঁজ অনন্তকাল রূপে রূপে নামি—
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

সংহারে খোঁজ, সৃষ্টিতে খোঁজ, খোঁজ নিত্য স্থিতিতে,
যাহারে খুঁজিছ পরম বিরহে, খুঁজিছ পরম প্রীতিতে,
যে অপরূপা পূর্ণা হইয়া আজিও এল না বাহিরে
পাইয়া যাহারে বলিছ, এ নয়, হেথা নয় সে ত নাহি রে !
সেই কুণ্ঠিতা গুণ্ঠিতা তব চির-সঙ্গিনী বালিকা
অনন্ত প্রেমরূপে অনন্ত ভুবনে গাঁথিছে মালিকা ।
ভীরু সে কিশোরী তব অন্তরে অন্তরতম কোণে
হারাবার ভয়ে তোমারে, লুকায়ে রহে সদা নিরঞ্জে ।
সকলেরে দেখ, আপনারে শুধু দেখ না, পরম উদাসীন,
দেখিলে, দেখিতে যেখানে তুমি, সেইখানে সে যে আছে লীন !
যত কাঁদে, তত বৃকে বাঁধে তোমারেই অন্তর্যামী !
সে কি আমি ? সে কি আমি ?

ওগো প্রিয়তম ! যত ধরি আমি দু'হাতে তোমারে জড়ায়ে
আমারে খুঁজিতে আমারেই তত সৃষ্টিতে দাও ছড়ায়ে ।

আমারে যতই প্রকাশিতে চাহ বাহিরে ভুবনে আনিয়া,
 ততই লুকাইতে চাহি ; আজিও যে আমি অপূর্ণা জানিয়া ।
 হে মোর পরম মনোহর ! তব প্রিয়া বলে দিতে পরিচয়,
 ক্ষমা করো, যদি অপূর্ণা এই বালিকার মনে জাগে ভয় ।
 আমার কলহ মান-অভিমান তোমার সহিত গোপনে,
 জাগ্রত দিনে আজো লাজ লাগে, তাই মিলি আমি স্বপনে ।
 ওগো ও পরম নিলাজ, পরম নিরাবরণ, হে চঞ্চল,
 আমারে ধরিতে, টানিয়া চলেছ সৃষ্টিতে মোর অঞ্চল ।
 আমারে কাঁদাতে সকলের সাথে দেখাও মিলন-অভিনয়,
 বাহিরে এনো না, কাঁদিব বক্ষে, রেখো এ মিনতি প্রেমময় ।
 যদি ভালো তুমি বাস অপরেরে, হে পর-পুরুষ সুন্দর,
 আমি আছি, আমি রব চিরকাল জুড়িয়া তোমার অন্তর ।
 আমি যে তোমার শক্তি হে প্রিয়, প্রকাশ বহির্জগতে,
 আমারে না পেয়ে দুঃখের রূপে কাঁদিছে স্বর্গে মরতে ।
 কলঙ্ক দিয়া আমার ধর্মে কলঙ্কী নাম নিলে হে,
 দুই হয়ে তব রটে অপযশ, একাকী ত বেশ ছিলে হে ।
 তব সুন্দর-ছায়া মায়া বচে, মায়াতীত হয়ে তাহাতে—
 কেন আসক্ত হলে তুমি, তারে জড়ায়ে ধরিলে বাঁ হাতে ?
 রূপ নাই, তবু রূপের তৃষ্ণা কেন তব বুক জাগে,
 এত রূপ রসে ঝরিয়া পড়িছ বল কার অনুরাগে ?
 খেলা-শেষে মহা প্রলয়ের বেলা আমার দুয়ারে থামি
 জানাবে পরম-পতি আমারে কি—

আমি, প্রিয়, সে যে আমি !

অভেদম্

দেখিয়াছ সেই রূপের কুমারে, গড়িছে যে এই রূপ ?
রূপে রূপে হয় রূপায়িত যিনি নিশ্চল নিশ্চুপ !
কেবলই রূপের আবরণে যিনি ঢাকিছেন নিজ কায়া
লুকাতে আপন মাধুরী যে জন কেবলি রচিছে মায়া !
সেই বহুরূপী পরম একাকী এই সৃষ্টির মাঝে
নিষ্কাম হয়ে কিরূপে সতত রত অনন্ত কাজে ।
পরম নিত্য হয়ে অনিত্য রূপ নিয়ে এই খেলা
বালুকার ঘর গড়িছে ভাঙিছে সকাল সন্ধ্যা বেলা ।
আমরা সকলে খেলি তারই সাথে, তারই সাথে হাসি কাঁদি
তারই ইঙ্গিতে ‘পরম-আমি’র শত বদনে বাঁধি ।
মোরে ‘আমি’ ভেবে তারে স্বামী বলি দিব্যামী নামি উঠি,
কভু দেখি — আমি তুমি যে অভেদ, কভু প্রভু বলে ছুটি ।

একাকী হইয়া একা-একা খেলি, চুপ করে বসে থাকি ।
ভালো নাহি লাগে, কেন সাধ জাগে খেলুড়ীর কাছে ডাকি !
সৃষ্টির ঘুড়ি উড়াই শূন্যে, আনন্দে প্রাণ নাচে,
দেখি সে লাটাই লুটায় পড়েছে কখন পায়ের কাছে ।
বীজ রূপে রই — নিজ রূপ কই ? খুঁজিতে সহসা দেখি
সেই বীজ-আমি মহাতরু হয়ে ছড়ায় পড়েছি — এ কি !
শাখা প্রশাখায় পল্লবে ফুলে ফলে মূলে কত রূপে
কখন আমারে বিকশিত করি খেলিতেছি চুপে চুপে !
কত সে বিহগ-বিহগী আসিয়া বেঁধেছে আমাতে নীড়,
উর্ধ্বে নিম্নে কত অনন্ত আলো আঁধারের ভিড় ।
অনন্ত দিকে অনন্ত শাখা, অনন্ত রূপ ধরি’
উদ্ভিদ জড় জীব হয়ে আমি ফিরিতেছি সঞ্চরি’ ।

চির-আনমনা উদাসীন, তাই নিজ সৃষ্টিরই মাঝে
 হেরি কত শত ছন্দ পতন অপূর্ণতা বিরাজে ।
 চমকি উঠিয়া সংহার করি আপনার সেই ভুল,
 সেই ভুল দিয়া নতুন করিয়া ফুটাই সৃষ্টি-ফুল ।
 মৃত্যু কেমন লাগে মোর কাছে, শোনো সে বাণী অভয়,
 আঁখির পলক পড়িলে যেমন ক্ষণিক সৃষ্টি লয়,
 একটি পলক আঁধার হেরিয়া আবার সৃষ্টি হেরি,
 মৃত্যুর পরে জীবন আসিতে ততটুকু হয় দেরি !
 মৃত্যুর ভয়ে ভীত যারা, হয় তাদেরই নরক ভোগ,
 অমৃত সেই ডুবে আছে, যার নিত্য আত্ম-যোগ !
 মোরই আনন্দ সৃষ্টি করিছে স্ত্রী পুত্র আদি,
 কেবলই মিলন লাগেনাকো ভালো, বিরহ রচিয়া কাঁদি ।
 কেবল শাস্তি শাস্তি আনিলে নিজে অশান্তি আনি,
 ভুলিয়া স্বরূপ ঠুলি পরে টানি শত কর্মের ঘানি ।
 রুদ্রের রূপে সংহার করি, প্রেমময় রূপে কাঁদি,
 যারে 'তুমি' বল, সেই 'আমি' খুঁজি নিজের অন্ত আদি ।
 সংসারে আসি সং সেজে আমি — শত প্রিয়জন লয়ে,
 আপনারে ভোগ করিতে জন্মি বিপুল তৃষ্ণা হয়ে ।
 যত ভোগ করি তত আপনার তৃষ্ণা বাড়িয়া যায়
 অমৃত-মধু মদ হয়ে উঠে তৃষ্ণার পিয়লায় !
 বন্ধু ! কেমনে মিটিবে তৃষ্ণা পূর্ণেরে নাহি পেল,
 আমি যে নিজেই অপূর্ণ-রূপে এসেছি পূর্ণে ফেলে !
 সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার — এই তিন রূপই যার লীলা,
 সেই সাগরের আমি যে উর্মি, বিরহিণী উর্মিলা !
 দুখ শোক ব্যাধি নিজে লই সাধি, — কখনো অত্যাচারী —
 অসুর সাজিয়া কেড়ে খাই — পুনঃ দেবতা সাজিয়া মারি !
 বিদ্রোহ নাই, আসক্তি হীন শুধু সে খেলার ঝোঁকে ।
 অসাম্য করি সৃজন— আবার সংহার করি ওকে ।
 খেলিতে খেলিতে সহসা চকিতে দেখি আপনারই কায়
 শ্রী ও সামঞ্জস্য-বিহীন একি কুৎসিত ছায়া !

সেই কুৎসিত শ্রীহীন অসুরে তখনি বধিতে চাই,
মোর বিদ্রোহ সাম্য-সৃষ্টি — নাই সেথা ভেদ নাই।
নাই সেথা যশ তৃষ্ণার লোভ, নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়, নাই সেথা কোন ভেদ,
নাই অহিংসা হিংসা সেখানে কেবল পরম শাম,
রাজনীতি নাই, কোনো ভীতি নাই, 'অভেদম্' তার নাম।

banglainternet.com

অভয়-সুন্দর

কুৎসিত যাহা, অসাম্য যাহা সুন্দর ধরণীতে —
হে পরম সুন্দরের পূজারী ! হবে তাহা বিনাশিতে ।
তব প্রোজ্বল প্রাণের বহ্নি-শিখায় দহিতে তারে
যৌবন ঐশ্বর্য শক্তি লয়ে আসে বারে বারে ।
যৌবনের এ ধর্ম, বন্ধু, সংহার করি জরা
অজর অমর করিয়া রাখে এ প্রাচীনা বসুন্ধরা ।
যৌবনের সে ধর্ম হারায়ে বিধর্মী তরুণেরা—
হেরিতেছি আজ ভারতে— রয়েছে জরার শকুনে ঘেরা ।

যুগে যুগে জরাগ্রস্ত যযাতি তারি পুত্রের কাছে
আপন বিলাস ভোগের লাগিয়া যৌবন তার যাচে ।
যৌবনে করি বাহন তাহার জরা চলে রাজ-পথে
হাসিছে বৃদ্ধ যুবক সাজিয়া যৌবন-শক্তি-রথে ।
জ্ঞান-বৃদ্ধের দন্ত-বিহীন বৈদান্তিক হাসি
দেখিছ তোমরা পরমানন্দে — আমি আঁখি-জলে ভাসি ।
মহাশক্তির প্রসাদ পাইয়া চিনিলে না হয় তারে
শিবের স্বক্কে শব চড়াইয়া ফিরিতেছ দ্বারে দ্বারে ।

এই কি তরুণ ? অরুণে ঢাকিবে বৃদ্ধের ছেঁড়া কাঁথা
এই তরুণের বুকে কি পরম-শক্তি-আসন পাতা ?
ধূর্ত বুদ্ধি-জীবীর কাছে কি শক্তি মানিবে হার ?
ক্ষুদ্র রুধিবে ভোলানাথ শিব মহারুদ্রের দ্বার ?
ঐরাবতেরে চালায় মাছত শুধু বুদ্ধির ছলে —
হে তরুণ, তুমি জ্ঞান কী হস্তী-মূর্খ কাহারে বলে ?
অপরিমাণ শক্তি লইয়া ভাবিছ শক্তি-হীন —
জরারে সেবিয়া লভিতেছ জরা, হইতেছ আয়ু-ক্ষীণ ।

পেয়ে ভগবদ-শক্তি যাহারা চিনিতে পারে না তারে
 তাহাদের গতি চিরদিন ঐ তমসার কারাগারে।
 কোন লোভে, কোন মোহে তোমাদের এই নিম্নগ গতি ?
 চাকুরির মায়া হরিল কি তব এই ভগবদ-জ্যোতি ?
 সংসারে আজো প্রবেশ করনি, তবু সংসার-মায়া
 গ্রাস করিয়াছে তোমার শক্তি তোমার বিপুল কায়া।
 শক্তি ভিক্ষা করিবে যাহারা ভোট-ভিক্ষুক তারা !
 চেন কি — সূর্য-জ্যোতিরে লইয়া উনুন করেছে যারা ?

চাকুরি করিয়া পিতামাতাদের সুখী করিতে কি চাহ ?
 তাই হইয়াছে নুড়ো মুখ যত বুড়োর তল্পী বাহ ?
 চাকর হইয়া বংশের তুমি করিবে মুখোজ্জ্বল ?
 অন্তরে পেয়ে অমৃত, অন্ধ, মাগিতেছ হলাহল !
 হউক সে জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কি মন্ত্রী কমিশনার —
 স্বর্ণের গলা-বন্ধ পরুক — সারমেয় নাম তার !
 দাস হইবার সাধনা যাহার নহে সে তরুণ নহে —
 যৌবন শুধু মুখোশ তাহার — ভিতরে জরারে বহে।

‘নাকের বদলে নরুন-চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই —
 আজাদ মুক্ত-স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই।
 হোক সে পথের ভিখারী, সুবিধা-শিকারী নহে যে যুবা
 তারি জয়-গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা।
 তাহারি চরণ-ধূলিরে পরম প্রসাদ বলিয়া মানি
 শক্তি-সাধক তাহারেই আমি বন্দি যুক্ত-পানি।
 মহা-ভিক্ষু তাহাদেরি লাগি তপস্যা করি আজো
 তাদেরই লাগি হাঁকি নিশিদিন — “বাজো রে শিঙ্গা বাজো !”

সমাধির গিরি-গম্বরে বসি তাহাদেরই পথ চাহি —
 তাহাদেরই আভাস পেলে মনে হয় পাইলাম বাদশাহী !
 মোর সমাধির পাশে এলে কেউ, ঢেউ ওঠে মোর বুকে —
 “মোর চির-চাওয়া বন্ধু এলে কি” বলে চাহি তার মুখে।

জ্যোতি আছে, হয় গতি নাই হেরি তার মুখ পানে চেয়ে—
কবরে ‘সবর’ করিয়া আমার দিন যায় গান গেয়ে !
কারে চাই আমি কী যে চাই হয় বুঝে না উহারা কেহ।
দেহ দিতে চায় দেশের লাগিয়া, মন টানে তার গেহ।

কোথা গৃহ-হারা, স্নেহ-হারা ওরে ছন্নছাড়ার দল—
যাদের কাঁদনে খোদার আরশ কেঁপে ওঠে টলমল।
পিছন চাওয়ার নাহি যার কেউ, নাই পিতামাতা জ্ঞাতি
তারা ত আসে না জ্বালাইতে মোর আঁধার কবরে বাতি
আঁধারে থাকিয়া, বন্ধু, দিব্য দৃষ্টি গিয়াছে খুলে
আমি দেখিয়াছি তোমাদের বুকে ভয়ের যে ছায়া দুলে।
তোমরা ভাবিছ — আমি বাহিরিলে তোমরা ছুটিবে পিছে —
আপনাতে নাই বিশ্বাস যার — তাহার ভরসা মিছে !

আমি যদি মরি সুমুখ-সমরে — তবু যারা টলিবে না —
যুঝিবে আত্মশক্তির বলে তারাই অমর সেনা।
সেই সেনাদল সৃষ্টি যেদিন হইবে — সেদিন ভোরে
মোমের প্রদীপ নহে গো — অরুণ সূর্য দেখিব গোরে !
প্রতীক্ষা-রত শান্ত অটল ধৈর্য লইয়া আমি
সেই যে পরম ক্ষণের লাগিয়া জেগে আছি দিবা-যামী।
ভয়কে যাহারা ভুলিয়াছে — সেই অভয় তরুণ দল
আসিবে যেদিন — হাঁকিবে সেদিন — “সময় হয়েছে, চল !”
আমি গেলে যারা আমার পতাকা ধরিবে বিপুল বলে —
সেই সে অগ্র-পথিকের দল এস এস পথ-তলে !
সেদিন মৌন সমাধি-মগ্ন ইস্রাফিলের বাঁশি
বাজিয়া উঠিবে — টুটিবে দেশের তমসা সর্বনাশী !

অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি

চরণারবিন্দে লহ অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি,
হে রবীন্দ্র, তব দীন ভক্ত এ কবির।
অশীতি-বার্ষিকী তব জনম-উৎসবে
আসিয়াছি নিবেদিতে নীরব প্রণাম।
হে কবি-সম্রাট, ওগো সৃষ্টির বিস্ময়,
হয়তো হইনি আজো করুণা-বঞ্চিত !
সঞ্চিত যে আছে আজো স্মৃতির দেউলে
তব স্নেহ করুণা তোমার, মহাকবি !
ধ্যান-শান্ত মৌন তব কাব্য-রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম
রুদ্রের দূরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা,
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ ! বক্ষে ধরি তুমি
ললাট চুমিয়া মোর দানিলে আশিস !
দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি !
হে সুন্দর, বহি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তের' পুষ্পিত মালিকা !
একা তুমি জানিতে হে, কবি মহাশয়ি,
তোমারি বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু !
আগুনের ফুলকি হল ফাগুনের ফুল,
অগ্নি-বীণা হলো ব্রজ-কিশোরের বেণু।
শিব-শিরে শশিলেখা হল ধূমকেতু,
দাহ তার ঝরিল গো অশ্রু-গঙ্গা হয়ে।

বিশ্ব-কাব্যলোকে কবি, তব মহাদান
কত যে বিপুল, কত যে অপরিমাণ
বিচার করিতে আমি যাব না তাহার,

মৃৎভাণ্ড মাপিবে কি সাগরের জল ?
 যতদিন রবে রবি, রবে সৌর-লোক,
 হে সুন্দর, ততদিন তব রশ্মি লেখা
 দিব্য-জ্যোতিঃ-পুষ্প গ্রহ-তারকার মতো
 অসীম গগনে রবে নিত্য সমুজ্জ্বল !
 ছন্দায়িত হবে ছন্দে সৃষ্টি যতদিন,
 ছন্দ-ভারতীর পায়ে বাণীর নূপুর
 ঝঙ্কারিবে যতদিন বৃষ্টিধারাসম
 ততদিন মধুচ্ছন্দা কবি, ছন্দ তব
 লীলায়িত হবে মধুমতী-স্রোত সম !
 বিহগের কণ্ঠে গীতি রবে যতদিন,
 যতদিন ররে সুর, দখিনা পবনে,
 হিল্লোলিত সিঙ্কু-জলে ঝর্ণা তটিনীতে
 বহিবে বিরহী-বুকে রোদন-প্রবাহ —
 ততদিন তব গান তব সুর কবি
 মর্মরিবে মরমীর মরমে মরমে !
 মৌনা যদি কোনদিন হয় বীণাপাণি
 তব বীণা কবি কভু হবে না নীরব ।
 যেমন ছড়ান রশ্মি সূর্য-নারায়ণ
 সেই রশ্মি রূপ নেয় শত শত রঙে
 পল্লবে ও ফুলে ফলে জলে স্থলে ব্যোমে,
 তেমনি দেখেছি আমি বিমুগ্ধ নয়নে
 অপরূপ রাগ-রেখা তোমার লেখায়,—
 মূরছিত হইয়াছে আবেশে এ তনু ।

দেখেছি তোমারে যবে হইয়াছে মনে
 তুমি চিরসুন্দরের পরম বিলাস !
 মানুষ এ পৃথিবীতে অন্তরে বাহিরে
 কত সে উদার কত নির্মল মধুর
 কত প্রিয়-ঘন প্রেম-রস-সিক্ত তনু
 কত সে সুন্দর হতে পারে সর্বরূপে

তাই প্রকাশের তরে পরম সুন্দর
বিগ্রহ তোমার গড়েছিল ওগো কবি !
যখনি কবিতা তব পড়িয়াছি আমি,
তার আশ্বাদনে যেন হয়ে গেছি লয়,
রস পান করে আমি হয়ে গেছি রস,
বলিতে পারি না তাই সে রস কেমন।

তোমারে দেখিতে গিয়া দেখিয়াছি আমি
বক্ষে তব চির-রূপ-রস-বিলাসীয়ে !
হারায়ে ফেলেছি সেথা সত্তা আপনার
কাঁদিয়াছি রূপমুগ্ধা রাধিকার মতো।
হে কবি, আজিও শূনি সে চির-কিশোর
তোমার বেণুতে গাহে যৌবনের গান।
সেথা তুমি কবি নও, ঋষি নহ তুমি,
সেথা তুমি মোর প্রিয় পরম সুন্দর !

শূনি আজো কত শত পাথরের ঢেলা
তোমারে নিষ্ঠুর বলে, বলে—প্রেম নাই।
মেঘের হৃৎকার শুধু শূনিল তাহারা,
দেখিল না রসধারা, দেখিল বিদ্যুৎ !
এ বিশ্বে অনন্ত রস ঝরে অনুক্ষণ
কত জন পাইয়াছে সে রসের স্বাদ ?
সেই রসে অক্লান্ত হয় ফুলময়,
পাথরের নুড়ি বলে, পৃথিবী নীরস।

হে প্রেম সুন্দর মম, আমি নাহি জানি
কে কত পেয়েছে তব প্রেম-রস-ধারা।
আমি জানি, তব প্রেম আমার আগুন
নিভায়ে, দিয়াছে সেথা কান্তি অপরূপ !
মনে পড়ে ? বলেছিলে হেসে একদিন,
“তরবারি দিয়ে তুমি চাঁছিতেছ দাড়ি !
যে জ্যোতিঃ করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হলে পুচ্ছ-কেতু ?”

হাসিয়া কহিলে পরে, “এই যশঃ-খ্যাতি
মাতালের নিত্য সাক্ষ্য নেশার মতন।
এ মজা না পেলে মন ম্যাজম্যাজ করে
মধুর ভঞ্জে কেমন কর মদ্যপান?”

যে বহি-তরঙ্গ উঠেছিল মোর মাঝে
তোমার পরশে তাহা হলো চন্দ্র-জ্যোতিঃ।
মনে হলো তুমি সেই নওলকিশোর
ঐশ্বর্য কাড়িয়া যিনি দেন শুধু রস।
যাঁহার বেনুর সুরে আঁখির পলকে
প্রেম বিগলিত হয় স্বর্ণ-বন্দাবন!

হে রস-শেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর নব জন্ম-কথা!
আনন্দ-সুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নি-গিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা!
আমার হাতের সেই খর তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি!
দ্রষ্টা তুমি দেখিতেছ আমাতে যে জ্যোতিঃ
সে জ্যোতিঃ হয়েছে লীন কৃষ্ণ-ঘন-রূপে!
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু,
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্বাদে!

আজ আমি ভুলে গেছি আমি ছিনু কবি,
ফুটেছি কমল হয়ে তব করে রবি!
প্রস্তুতিতে সে কমল তব জন্মদিনে
সমর্পিনু শ্রীচরণে, লহ কৃপা করি?
জানিনা জীবনে মোর এই শুভদিন
আবার আসিবে ফিরে কবে কোন্ লোকে!
আমি জানি মোর আগে রবি নিভিবে না
তার আগে ঝরে যেন যাই শতদল!

কিশোর রবি

হে চির-কিশোর কবি রবীন্দ্র, কোন রসলোক হতে
আনন্দ-বেণু হাতে লয়ে এলে খেলিতে ধূলির পথে ?
কোন্ সে রাখাল রাজার লক্ষ ধেনু তুমি চুরি করে
বিলাইয়া দিলে রস-তৃষাতুরা পৃথিবীর ঘরে ঘরে ।
কত যে কথায় কাহিনীতে গানে সুখে কবিতায় তব
সেই আনন্দ-গোলোকের ধেনু রূপ নিল অভিনব ।
ভুলাইলে জরা, ভুলালে মৃত্যু, অসুদরের ভয়
শিখালে পরম সুন্দর চির-কিশোর সে প্রেমময় ।
নিত্য কিশোর আত্মার তুমি অন্ধ বিবর হতে
হে অভয়-দাতা টানিয়া আনিলে দিব্য আলোর পথে ।

তোমার এ রস পান করিবার অধিকার পেল যারা
তরাই কিশোর, তোমাতে দেখেছে নিত্য কিশোরে তারা
ওগো ও-পরম কিশোরের সখা, জানি তুমি দিতে পারো
নিত্য অভয়, অনন্ত শ্রী, দিব্য শক্তি আরো ।
কোথা সে কৃপণ বিধাতার মধু-রস-ভাণ্ডার আছে
তুমি জান তাহা, তাহার গোপন চাবি আছে তব কাছে ।

ওগো ও-পরম শক্তিমানের জ্যোতির্দীপ্ত রবি
সেই বিধাতার ভাণ্ডার লুটে দিয়ে যাও হেথা সবই ।
যারা জড়, যারা নুড়ির মত নিত্য রস-প্রবাহে
ডুবিয়া থেকেও পাইল না রস, তারা তব কৃপা চাহে ।
এই ক্ষুধাতুর, উপবাসী চির-নিপীড়িত জনগণে
ক্লৈব্য ভীতির গুহা হতে আন আনন্দ-নন্দনে ।
উর্ধ্বের যারা তাহারা পাইল তোমার পরম দান
নিম্নের যারা, তাদের এবার করগো পরিত্রাণ ।

মরে আছে যারা তারা আজ তব অমৃত নাই পায়
তোমার রুদ্র আঘাতে এদের ঘুম যেন টুটে যায়।
শুধু বেণু আর বীণা ল'য়ে তুমি আস নাই ধরা স্পরে
দেখেছি শঙ্খ চক্র বিষণ বজ্র তোমার করে।

ওগো ও-পরম রুদ্র কিশোর ! তোমার যাবার আগে
নির্জিত নিদ্রিত এ ভারত যেন গো বহি-রাগে
রঞ্জিত হয়ে ওঠে ! অসুরের ভীতি যেন চলে যায়।
ওগো সংহার-সুন্দর, পর প্রলয়-নৃপুর পায় !
তোমার যে মহাশক্তি কেবল জ্ঞান-বিলাসীর ঘরে
অনন্ত রূপে রসে আনন্দে নিত্য পড়িছে ঝরে,
গৃহহীন অগণন ভিক্ষুক ক্ষুধাতুর তব দ্বারে
ভিক্ষা চাহিছে, দয়া কর দয়া কর বলি' বারে বারে।
বিলাসীর তরে দিয়াছ অনেক, হে কিশোর-সুন্দর,
এবার পঙ্গু-অঙ্গে পরশ করুক তোমার কর।
জানি জানি তব দক্ষিণ করে অনন্ত শ্রী আছে,
দক্ষিণা দাও বলে তাই ওরা এসেছে তোমার কাছে।

হে রবি, তোমাতে নারায়ণরূপে এ ভারত পূজা করে,
যাইবার আগে, জাগাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।
দৈত্য-মুক্ত ব্রজের রাখাল কিশোরেরা ভয়হীন,
খেলুক সর্ব-অভাব-মুক্ত হয়ে ব্রজে নিশিদিন।
হউক শান্তিনিকেতন এই অশান্তিময় ধরা,
চিরতরে দূর হোক তব বরে নিরাশা-ক্লেশ-জরা।

কেন জাগাইলি তোরা

কেন ঢাক দিলি আমারে অকালে কেন জাগাইলি তোরা ?
এখনো অরুণ হয়নি উদয়, তিমিররাত্রি ঘোরা !

কেন জাগাইলি তোরা ?

যে আশ্বাসের বাণী শুনাইয়া পড়েছিলুম ঘুমাইয়া -
বনস্পতি হইয়া সে বীজ পড়েনি কি ছড়াইয়া —
দিগ-দিগন্তে প্রসারিত শাখা ? বাধেনি সেথায় নীড়,
প্রাণ চঞ্চল বিহগের দল করেনি সেথায় ভিড় ?
যেখানে ছিল রে যত বন্ধন যত বাধা ভয় ভীতি
সেখানে তোদেরে লইয়া যে আমি আঘাত হেনেছি নিতি ।
ভাঙিতে পারিনি, খুলিতে পারিনি দুয়ার, তবুও জানি—
সেই জড়ত্বভরা কারাগারে ভীষণ আঘাত হানি’ —
ভিত্তি তাহার টলায়ে দিয়েছি, — আশা ছিল মোর মনে
অনাগত তোরা ভাঙিবি তাহরে সে কোন্ শূভক্ষণে ॥

মহা সমাধির দিক্‌হারা লোকে জানিনা কোথায় ছিল
আমারে ঋজ্বিতে সহসা সে কোন্ শক্তিরে পরশিনু —
সেই সে পরম শক্তিরে লয়ে আসিবার ছিল সাধ—
যে শক্তি লভি’ এল দুনিয়ায় প্রথম ঈদের চাঁদ—
তারি মাঝে কেন ঢাক ঢোল লয়ে এলি সমাধির পাশে
ভাঙাইলি ঘুম ? চাঁদ যে এখনো ওঠেনি নীল আকাশে ।
ওরে তোরা থাম ! শক্তি কাহারো নহেরে ইচ্ছাধীন—
রাত না পোহাতে চীৎকার করি’ আনিবি কি তোরা দিন ?
এতদিন মার খেয়েছিস তোরা— তবুও আছিস বেঁচে,
মারের যাতনা ভুলিবি কি তায় ঢাক ঢোল নিয়ে নেচে ?

সূর্য-উদয় দেখেছিস কেউ-শান্ত প্রভাত বেলা ?
উদার নীরব উদয় তাহার — নাই মাতামাতি খেলা ;

তত শাস্ত সে — যত সে তাহার বিপুল অভ্যুদয়,
 তত সে পরম মৌনী যত সে পেয়েছে পরম অভয় !
 দিক্‌হারা ঐ আকাশের পানে দেখ্ দেখ্ তোরা চেয়ে,
 কেমন শাস্ত ধ্রুব হয়ে আছে কোটি গ্রহ তারা পেয়ে ।
 ঐ আকাশের প্রসাদে যে তোরা পাস বৃষ্টির জল
 ঐ আকাশেই ওঠে ধ্রুবতারা ভাস্কর নির্মল ।
 ঐ আকাশেই ঝড় ওঠে— তবু শাস্ত সে চিরদিন —
 ঐ আকাশের বুক চিরে আসে — বজ্র কুণ্ডাবিহীন !
 ঐ আকাশেই তব্বীর ওঠে — মহা আজানের ধ্বনি
 ঐ আকাশের পারে বাজে চির অভয়ের খঞ্জনী ।
 জানি ওরে মোর প্রিয়তম সখা বন্ধু তরুণ দল
 তোদেরই ডাকে যে আসন আমার টলিতেছে টলমল !
 তোদেরই ডাকে যে নামিছে পরম শক্তি, পরম জ্যোতিঃ,
 পরমামৃতে পূর্ণ হইবে মহাশূন্যের ক্ষতি ।
 ‘মাহে রমজান’ এসেছে যখন, আসিবে ‘শবে কদর’,
 নামিবে তাঁহার রহমত এই ধূলির ধরার স্পর্শ ।
 এই উপবাসী আত্মা— এই যে উপবাসী জনগণ,
 চিরকাল রোজা রাখিবে না — আসে শুব ‘এফতার’ ক্ষণ !
 আমি দেখিয়াছি— আসিছে তোদের উৎসব-ঈদ-চাঁদ, —
 ওরে উপবাসী ডাক তাঁরে ডাক, তাঁর নাম লয়ে কাঁদ ।
 আমি নয় ওরে আমি নয়— ‘তিনি’ যদি চান ওরে তবে
 সূর্য উঠিবে, আমার সহিত সবার প্রভাত হবে ।

দুর্বীর যৌবন

ওরে অশাস্ত দুর্বীর যৌবন !

পরাল কে তোরে জ্ঞানের মুখোশ সংযম-আবরণ ?

ভিতরের ভীতি ঢাকিতে রে যত নীতি-বিলাসীরা ছলে

উদ্ধত যৌবন-শক্তিরে সংযত হতে বলে ।

ভাবে, ভাঙনের গদা লয়ে যদি যৌবন মাতে রণে,

গুড়ুক টানিতে পারিবে না বসে সোনার সিংহাসনে !

ওরে দুরন্ত ! উড়ন্ত তোর পাখা কে বাঁধিল বল ?

দীপ্ত জ্যোতির্শিখায় ঢাকিল শীর্ণ জরাঞ্চল ?

ওরে নিভীক ! ভিখ-মাগা যত পঙ্গুর দলে ভিড়ে—

আঁধার নিঙাড়ি আলো আনিত যে—সে রহিল বাঁধা নীড়ে !

যাহাদের মেরুদণ্ডে লেগেছে মেরুর হিমেল হাঁওয়া

যাহাদের প্রাণ শক্তি-বিহীন কঠিন তুহিনে ছাওয়া

তাদের হুকুমে প্রাণের বিপুল বন্যা রাখিলি রুখে ?

মরুর সিংহ মার খায় সার্কাসী পিঞ্জরে ঢুকে ।

সৃষ্টির কথা ভাবে যারা আগে সংহারে করে ভয়,

যুগে যুগে সংহারের আঘাতে তাদের হয়েছে লয় ।

কাঠ না পুড়িয়ে আগুন জ্বালাবে বলে কোন্ অজ্ঞান ?

বনস্পতির ছায়া পাবে বীজ নাহি দিলে তার প্রাণ ?

তলোয়ার রেখে খাপে এরা, ঘোড়া রাখিয়া আস্তাবলে

রণ-জয়ী হবে দন্ত-বিহীন বৈদান্তিকী ছলে !

প্রাণ-প্রবাহের প্রবল-বন্যা বেগে খর-স্রোতা নদী

ভেঙেছ দুকূল, সাথে সাথে ফুল ফুটায়েছে নিরবধি ।

জলধির মহা তৃষ্ণা জাগিছে যে বিপুল নদী-স্রোতে,

সে কি দেখে, তার স্রোতে কে ডুবিল, কে মরিল তার পথে ?

মানে না বারণ, ভরা যৌবন-শক্তি-প্রবাহ ধায়

আনন্দ তার মরণ-ছন্দে কূলে কূলে উথলায় ।

জানে না সে ঘর আত্মীয় পর, চলাই ধর্ম তার
 দেখে না তাহার প্রাণ তরঙ্গে ডুবিব তরণী কার।
 বণিকের দুটো জাহাজ ডুবিবে, তা বলে সিন্ধু-টেউ
 শান্ত হইয়া ঘুমায়ে রহিবে— শুনিয়াছ কভু কেউ ?
 ঐরাবত কি চলিবে না, পথে পিপীলিকা মরে বলে ?
 ঘর পুড়ে বলে প্রবল বহির্শিখা উঠিবে না জ্বলে ?
 অঙ্ক কষে না, হিসাব করে না, বেহিসাবী যৌবন,
 ভাঙ্গা চাল দেখে নামিবে না কি রে শ্রাবণের বর্ষণ ?
 যৌবন কেন—বেচা হবে কি রে বানিয়ার নিজিতে ?
 মুক্ত-আত্মা আজাদে ভোলাবে প্যাস্টের চুক্তিতে ?
 তরু ভেঙে পড়ে তাই বলে ঝড় আসিবে না বৈশাখি !
 ভীরা মেঘ-শিশু ভয় পায় বলে রবে না ঈগল পাখি ?

জ্ঞান ও শান্তি সংঘর্ষ — বহু উর্ধ্বের কথা দাদা,
 কহে নির্মল শান্তির কথা যার সারা গায়ে কাদা !
 যে মহাশান্তি উদার—মুক্ত আকাশের তলে রহে,
 কাম-ক্রোধ-লোভ-মত্ত জীবেরা আজ তারি কথা কহে।
 অনন্ত দিক আকাশ যাহার সীমা খুঁজে নাহি পায়
 এমন মুক্ত মানব দেখিলে শান্ত কহিও তায় ;
 ওঠে তরঙ্গ অতি-প্রবল যে বিরাট সাগর-জলে
 সেই উদ্বেল শক্তিরে তার অসংযমী কে বলে ?
 ডোবায় খানায় কূপে ঢেউ নাই, শান্ত তারাই বুঝি ?
 সংযমী বলে প্রতারক মোরা শুধু জড়তারে পূজি।

জাগো দুর্মদ যৌবন ! এসো, তুফান যেমন আসে,
 সুমুখে যা পাবে দলে চলে যাবে অকারণ উল্লাসে।
 আনো অনন্ত-বিস্তৃত প্রাণ, বিপুল প্রবাহ, গতি,
 কূলের আবর্জনা ভেসে গেলে হবে না কাহারও ক্ষতি।
 বুক ফুলাইয়া দুখেই জড়াও, হাসো প্রাণ-খোলা হাসি,
 স্বাধীনতা পরে হবে — আগে গাও “ তাজা ব-তাজার বাঁশি।

বসিয়াছে যৌবন-রাজপাটে শ্রীহীন অকাল জরা,
মৃত্যুর বহু পূর্বে এ-জাতি হয়ে আছে যেন মরা !
খোলা অর্গল পাষণের, খুশি বহুক অনর্গল,
ঝাঁক বেঁধে নীল আকাশে যেমন ওড়ে পারাবত দল।
সাগরে ঝাঁপায়ে পড় অকারণে, ওঠ দূর গিরি-চূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে !
ভোলো বাহিরের ভিতরের যত বদ্ধ সংস্কার,
মরিচা ধরিয়া পড়ে আছ সব আলির জুল্ফিকার !
জাগো উন্মদ আনন্দে দুর্মদ তরুণেরা সবে,
নাইবা স্বাধীন হল দেশ, মানবাত্মা মুক্ত হবে।

banglainternet.com

আর কতদিন ?

আমার দিলের নীদ-মহলায় আর কতদিন, সাকি,
শারাব পিয়ায়ে, জাগায়ে রাখিবে, প্রীতম্ আসিবে নাকি ?
অপলক চোখে চাহি আকাশের ফিরোজা পর্দা-পানে,
গ্রহতারা মোর সেহেলীরা নিশি জাগে তার সন্ধানে।
চাঁদের চেরাগ ক্ষয় হয়ে এল ভোরের দর-দালানে,
পাতার জাফরি খুলিয়া গোলাপ চাহিছে গুলিস্তানে।
রবাবের সুরে অভাব তাহার বৃথাই ভুলিতে চাই,
মন যত বলে আশা নাই, হৃদে তত জাগে 'আশনাই'।
শিরাজী পিয়ায়ে শিরায় শিরায় কেবলই জাগাও নেশা,
নেশা যত লাগে অনুরাগে, বুকে তত জাগে আনন্দশা।

আমি ছিনু পথ-ভিখারিণী, তুমি কেন পথ ভুলাইলে,
মুসাফির-খানা ভুলায়ে আনিলে কোন্ এই মঞ্জিলে ?
মঞ্জিলে এনে দেখাইলে কার অপরূপ তসবীর,
'তসবীরে' জপি যত তার নাম তত ঝরে আঁখি-নীর !
'তশবীরি' রূপ এই যদি তাঁর, 'তন্জিহি' কিবা হয়,
নামে যার এত মধু ঝরে, তাঁর রূপ কত মধুময়।
কোটি তারকার কীলক রুদ্ধ অম্বর-দ্বার খুলে
মনে হয় তাঁর স্বর্ণ-জ্যোতিঃ দূলে উঠে কৌতূহলে।
ঘুম-নাহি-আসা নিবঝুম নিশি-পবনের নিশ্বাসে
ফিরদৌস-আলা হ'তে লালা ফুলের সুরভি আসে।
চামেলি যুঁই-এর পাখায় কে যেন শিয়রে বাতাস করে,
শ্রান্তি ভুলাতে কী যেন পিয়ায় চম্পা-পেয়ালা ভরে।

শিষ দেয় দধিয়াল বুলবুলি, চমকিয়া উঠি আমি,
ইঙ্গিতে বুঝি কামিনী-কুঞ্জে ডাকিলেন মোর স্বামী।

নহরের পানি লোনা হয়ে যায় আমার অশ্রু-জলে,
 তসবীর তাঁর জড়াইয়া ধরি বক্ষের অঞ্চলে !
 সাকি গো ! শারাব দাও, যদি মোর খারাব করিলে দীন,
 ‘আল-ওদুদের’ পিয়ালার দৌর চলুক বিরাম-হীন।
 গেল জাতি কুল শরম ভরম যদি এসে এই পথে
 চালাও শিরাজী, যেন নাহি জাগি আর এ বে-খুদী হতে
 দূর গিরি হতে কে ডাকে, ওকি মোর কোহ-ই-তুর ধারী ?
 আমারি মত কি ওরি ডাকে মুসা হল মরু পথচারী ?
 উহারি পরম রূপ দেখে ঈসা হল না কি সংসারী ?
 মদিনা-মোহন আহমদ ওরি লাগি’ কি চির-ভিখারী ?
 লাখে আউলিয়া দেউলিয়া হল যাহার কাবা দেউলে,
 কত রূপবতী যুবতী যাহার লাগি’ কালি দিল কূলে,
 কেন সেই বহু-বিলাসীর প্রেমে, সাকি, মোরে মজাইলি,
 প্রেম-নহরের কওসর বলে আমারে জহর দিলি ?

জান সাকি, কাল মাটির পৃথিবী এসেছিল মোর কাছে,
 আমি শুধালাম, মোর প্রিয়তম, সে কি পৃথিবীতে আছে ?
 ‘খাক’ বলিল, না, জানিনাত আমি, ‘আব’ বুঝি তাহা জানে,
 জলেরে পুছিনু, তুমি কি দেখেছ মোর বঁধু কোন্‌খানে ?
 আমার বুকের তসবীর দেখে জল করে টলমল,
 জল বলে, আমি এরই লাগি কঁপি গলিয়া হয়েছি জল।
 আগুন হয়ত তেজ দিয়া এরে বক্ষে রেখেছে ঘিরে,
 সূর্যের ঘরে প্রবেশিনু আমি তেজ আবরণ ছিড়ে।
 হেরিনু সূর্য সাত-ঘোড়া নিয়ে সাত আসমানে ছুটে,
 সহসা বঁধুর তসবীর হেরে আমার বক্ষ-পুটে।
 বলিল, কোথায় দেখেছে ইহারে, হইয়াছে পরিচয় ?
 ইহারই প্রেমের আগুনে জ্বলিয়া তনু হল মোর ক্ষয়।
 যুগযুগান্ত গেল কত তবু মিটিল না এই জ্বালা
 ইহারই প্রেমের জ্বালা মোর বুক জ্বলে হয়ে তেজোমালা।

যেতে যেতে পথে দেখিনু বাতাস দীরঘ নিশাস ফেলি’
 খুঁজিতেছে কারে আকাশ জুড়িয়া নীল অঞ্চল মেলি’।

মোর বুকে দেখে তস্বীর এল ছুটিয়া ঝড়ের বেগে,
বলে — অনন্ত কাল ছুটে ফিরি দিকে দিকে এরি লেগে।
খুঁজিয়া স্থূল সূক্ষ্ম জগতে পাইনি ইহার দিশা,
তুমি কোথা পেলে আমার প্রিয়ের এই তস্বীর-শিশা ?
হাসিয়া উঠিনু ব্যোম-পথে, সেথা কেবল শব্দ ওঠে
অলখ-বাণীর পারাবারে যেন শত শতদল ফোটে।
আমি কহিলাম, দেখেছ ইহারে হে অলক্ষ্য বাণী ?
বাণীর সাগর অত অনন্ত হল যেন কানাকানি !
“নাহি জানি নাহি জানি” বলে ওঠে অনন্ত ক্রন্দন,
বলে, হে বন্ধু, জানিলে টুটিত বাণীর এ বন্ধন।...
জ্যোতির মোতির মালা গলে দিয়া সহসা স্বর্ণরথে
কেন যেন হাসিয়া ছুঁইয়া আমারে পলাল অলখ-পথে।

‘ও কি জৈতুনী রওগন, ওরই পারে জলপাই-বনে
আমার পরম-একাকী বন্ধু খেলে কি গো নিরঞ্জে?’
শুধানু তাহাবে ; নিষ্ঠুর মোব দিলনাকো উত্তর ?
জাগিয়া দেখিনু, অঙ্গ আবেশে কাপিতেছে থরথর !...

জেহরা সেতারা উঠেছে কি পুবে ? জেগে উঠেছে কি পাখি ?
সুরাব্ সুরাহি ভেঙ্গে ফেল সাকি, আর নিশি নাই বাকি।
আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুর বোররাক
ঐ শোনো পুব-তোরণে তাহার রঙিন নীরব ডাক !

ওঠ রে চাষী

চাষী রে ! তোর মুখের হাসি কই?
তোর গো-রাখা রাখালের হাতে বাঁশের বাঁশি কই?
তোর খালের ঘাটে পাট পচে ভাই পাহাড়-প্রমাণ হয়ে,
তোর মাঠের ধানে সোনা রং-এর বান যেন যায় বয়ে,
সে পাট ওঠে কোন্ লাটে?
সে ধান ওঠে কোন্ হাটে?
উঠানে তোর শূন্য মরান্ন মরার মতন পড়ে—
স্বামী-হারা কন্যা যেন কাঁদছে বাপের ঘরে।

তোর গাঁয়ের মাঠে রবি-ফসল ছবির মতন লাগে,
তোর ছাওয়াল কেন খাওয়ার বেলা নুন লঙ্কা মাগে?
তোর তরকারিতেও সরকারি কোন্ ট্যাক্স বুঝি বসে !
তোর ইক্ষু এত মিষ্টি কি হয় চক্ষু-জলের রসে?
তোর গাইগুলোকে নিঙড়ে কারা দুধ খেয়েছে ভাই?
তোর দুধের ভাঁড়ে ভাতের মাড়ের ফেন — হয়, তাও নাই !

তোর ছোট খোকার বুড়িয়েছে জ্বর ঘুমিয়ে গোরস্থানে,
সে দিদির আঁচল ধরে বুঝি গোরের পানে টানে।
বিকার ঘোরে দিদি তাহার ডাকছে ছোট ভায়ে,
দুধের বদল ঝিনুক দিয়ে আমানি দেয় মায়ে।
কবর দিয়ে সবর করে লাঙ্গল নিয়ে কাঁধে,
মাঠের কাদা-পথে যেতে আব্বা তাহার কাঁদে।
চারিদিকে তার মাঠ-ভরা ধান আকাশ-ভরা খুশি,
লাল হয়েছে দিগন্ত আজ চাষার রক্ত শুষি !
মাঠে মাঠে ধান থৈ থৈ, পণ্যে ভরা হাট,
ঘাটে ঘাটে নৌকা-বোঝাই তারই মাঠের পাট।

কে খায় এই মাঠের ফসল, কোন্ সে পঙ্গপাল ?
 আনন্দের এই হাটে কেন তাহার হাড়ির হাল ?
 কেন তাহার ঘরের খোকা গোরের বুকে যায় ?
 গোঠে গোঠে চরে ধেণু, দুধ নাহি সে পায় !
 গুরে চাষা ! বাঁচার আশা গেছে অনেক আগে
 গোরের পাশের ঘরে কাঁদা আজো ভাল লাগে ?
 জাগেনা কি শুকনো হাড়ে বজ্র-জ্বালা তোর ?
 চোখ বুঁজে তুই দেখবি রে আর, করবে চুরি চোর ?
 বাঁশের লাঠি পাঁচনি তোর তাও কি হাতে নাই ?
 না থাক্ তোর দেহে রক্ত, হাড় কটা তোর চাই।
 তোর হাড়ির ভাতে দিনে রাতে যে দস্যু দেয় হাত,
 তোর রক্ত শুষে হল বণিক, হল ধনীর জাত —
 তাদের হাড়ে ঘুণ ধরাবে তাদেরই এই হাড়
 তোর পাজরার ঐ হাড় হবে ভাই যুদ্ধের তলোয়ার !
 তোরই মাঠে পানি দিতে আল্লাজী দেন মেঘ,
 তোরই গাছে ফুল ফোটাতে দেন বাতাসের বেগ,
 তোরই ফসল ফলাতে ভাই চন্দ্র সূর্য উঠে,
 আল্লার সেই দান আজি কি দানব খাবে লুটে ?
 তেমনি আকাশ ফর্সা আছে, ভরসা শুধু নাই,
 তেমনি খোদার রহম করে, আমরা নাহি পাই।
 হাত তুলে তুই চা' দেখি ভাই, অমনি পাবি বল,
 তোর ধানে তোর ভরবে খামার নড়বে খোদার কল !

মোবারকবাদ

মোরা ফোটা ফুল, তোমরা মুকুল এস গুল-মজলিসে
ঝরিবার আগে হেসে চলে যাব —তোমাদের সাথে মিশে।
মোরা কীটে-খাওয়া ফুলদল, তবু সাধ ছিল মনে কত —
সাজাইতে ঐ মাটির দুনিয়া ফিরদৌসের মত।
আমাদের সেই অপূর্ণ সাধ কিশোর-কিশোরী মিলে
পূর্ণ করিও, বেহেশত এনো দুনিয়ার মহফিলে।
মুসলিম হয়ে আল্লারে মোরা করিনিক বিশ্বাস,
ঈমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানী নিঃশ্বাস !
ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,
জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ !

শহীদ-দর্জা চাহিনি আমরা, চাহিনি বীরের অসি,
চেয়েছি গোলামী, জাবর কেটেছি গোলাম-খানায় বসি।
তোমরা মুকুল, এই প্রার্থনা কর ফুটিবার আগে,
তোমাদের গায়ে যেন গোলামের ছাঁওয়া জীবনে না লাগে ?
গোলামীর চেয়ে শহীদ-দর্জা অনেক উর্ধ্ব জেনো ;
চাপরাশির ঐ তক্কার চেয়ে তলোয়ারে বড় মেনো !
আল্লার কাছে কখনো চেয়োনা ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,
আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিও না নীচু !
এক আল্লাহ্ ছাড়া কাহারও বন্দা হবে না, বল,
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল !
আল্লারে বলো, “দুনিয়ায় যারা বড়, তার মত কর,
কাহাকেও হাত ধরিতে দিও না, তুমি শুধু হাত ধর।”
এক আল্লারে ছাড়া পৃথিবীতে করো না কারেও ভয়
দেখিবে — অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ঙ্কর সে নয় !

আল্লাহে ভালোবাসিলে তিনিও ভালোবাসিবেন, দেখো !
দেখিবে সবাই তোমারে চাহিছে আল্লাহে ধরে থেকো !

খোদার বাগিচা এই দুনিয়াতে তোমরা নব মুকুল,
একমাত্র সে আল্লাহ্ এই বাগিচার বুলবুল !
গোলামের ফুলদানীতে যদি এ মুকুলের ঠাই হয়,
আল্লাহর কৃপা-বঞ্চিত হব, পাব মোরা পরাজয় !
যে ছেলেমেয়ে এই দুনিয়ায় আজাদ মুক্ত রহে,
তাদেরই শুধু এক আল্লাহর বান্দা ও বাদী কহে !
তারাই আনিবে জগতে আবার নতুন ঈদের চাঁদ,
তারাই ঘুচাবে দুনিয়ার যত দ্বন্দ্ব ও অবসাদ !
শুধু আশের আতর-দানীতে যাহাদের হয় ঠাই,
তোমাদের মহফিলে আমি সেই মুকুলেরে চাই !

সেই মুকুলেরা এস মহফিলে, বসাও ফুলের হাট,
এই বাঙলায় তোমরা আনিও মুক্তির আরফাত।*

* মুকুলের মহফিলের মুকুলদের প্রতি !

কৃষকের ঈদ

বেলাল ! বেলাল ! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন্ মরুর গোরস্তানে !
হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত-কঙ্কাল
কশাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল ?
রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু-সলিলে হয়,
বেলাল ! তোমার কণ্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায় !
খালা, ঘাটা, বাটা বাঁধা দিয়ে হের চলিয়াছে ঈদগাহে,
তীর-খাওয়া বুক, ঋণে-বাঁধা-শির, লুটাতে খোদার রাহে।

জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসেনা নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু-পাঁজরের হাড় ?
আসমান-জোড়া কাল কাফনের আবরণ যেন টুটে
এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে, মৃত শিশুর অধর-পুটে।
কৃষকের ঈদ ! ঈদগাহে চলে জানাজা পড়িতে তার,
যত তব্বীর শোনে, বুকে তার তত উঠে হাহাকার !
মরিয়াছে খোকা, কন্যা মরিছে, মৃত্যু-বন্যা আসে
এজিদের সেনা ঘুরিছে মক্কা-মসজিদে আশেপাশে।

কোথায় ইমাম ? কোন্ সে খোত্বা পড়িবে আজিকে ঈদে ?
চারিদিকে তব মূর্দার লাশ, তারি মাঝে চোখে বিধে
জরীর পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধনীরা এসেছে সেথা,
এই ঈদগাহে তুমি কি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা ?
নিঙাড়ি কোরান হাদিস ও ফেকা, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি ? হাত দিয়ে বল বুকে।

নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখি ! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি ?
ফল বহিয়াছ, পাণ্ডনিক রস, হায় রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর বার্ণায় ডুবে রস পায়নাক নুড়ি !

আল্লা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্বশক্তিমান ?
শক্তি পেলো না জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান !
ঈমান ! ঈমান ! বল রাতদিন, ঈমান কি এত সোজা ?
ঈমানদার হইয়া কি কেহ বশে শয়তানী বোঝা ?
শোনো মিথ্যুক ! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ঈমান,
শক্তিদ্বার সে টলাইতে পারে ইজিতে আসমান !
আল্লার নাম লইয়াঃ শুধু, বোঝনিক আল্লারে ।
নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে ?
নিজে যে স্বাধীন হইল না সে স্বাধীনতা দেবে কাকে ?
মধু দেবে সে কি মানুষে, যাহার মধু নাই মৌচাকে ?

কোথা সে শক্তি-সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে-জমজম শক্তি-উৎস বাহিরায় অনিবার ?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তি-হীন
হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনতেছি নিশিদিন !
দীন কাঙালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাগিদ
কোথা সে মহান শক্তি-সাধক আনিবে যে পুনঃ ঈদ ?
ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি,
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনো হবে না বাসি !
সমাধির মাঝে গণিতেছি দিন, আসিবেন তিনি কবে ?
রোজা এফতার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে ।

শিখা

যৌবনের রাগ-রক্ত লেলিহান শিখা
জ্বলিয়া উঠিবে কবে ভারতে আবার
জড়তার ধূমপুঞ্জ বিদারণ করি'
উদ্ভাসিয়া তমসার তিমির-শবরী ?
কোথা সেই অনাগত সাগ্নিক পুরোধা
নির্বাপিত-প্রায় এই যজ্ঞ-হোমানলে
উচ্চারিয়া বেদ-মন্ত্র দানিবে আহুতি,
নব নব প্রাণের সমিধ কে যোগাবে সেথা ?

হায় রে ভারত, হায়, যৌবন তাহার
দাসত্ব করিতেছে অতীত জ্বার !
জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদগব
দেখায়ে গলিত মাংস চাকুরির মোহ
যৌবনের টীকা-পরা তরুণের দলে
আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শূশানে ।
যৌবনে বাহন করি' পশু জরা আজি
হইয়াছে ভারতে জন-গণ-পতি !
যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি

বাঁধিয়া দিয়াছে হায় ! —রাজনীতি ইহা !
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু'হাতে
নয়ন ঢাকিয়া ! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না ?

যৌবনের আবরণে ভারতে কি তবে
ফিরিতেছে দলে দলে বৃদ্ধ-প্রাণ জরা ?

নহিলে এ সিদ্ধবাদ কেমন করিয়া
ফিরিতেছে যৌবনের স্ফক্ষে চড়ি আজো ?

অতীতের অর্থ ভূত, সেই অদ-ভূত
অতীত কি বর্তমানে এখনো শাসিবে ?
এই ভূতগুস্ত জাতি জানি না কেমনে
স্বাধীন হইবে কভু, পাইবে স্বরাজ !

রে তরুণ, তোমারে হেরিয়া আমি কাঁদি !
অসম্ভবের পথে অভিযান যার
সুদূর ভবিষ্যতে দুর্মদ দুর্বীর
সে আজি অতীত পানে মেলিয়া নয়ন
কেবলি পিছনে চলে, নেতার আদেশে !
তলোয়ার হইয়াছে লাঙলের ফলা !

তোমাদেরই মাঝে আছে নেতা তোমাদের,
তোমাদেরই বৃকে জাগে নিত্য ভগবান,
ভয়-হীন, দ্বিধা-হীন, মৃত্যুহীন তিনি !
তোমারে আধার করি' সেই মহাশক্তি
প্রকাশিতে চান নিত্য, চাহ আঁখি খুলি'
আপনার মাঝে দেখ আপন স্বরূপ !

অতীতের দাসত্ব ভোলো ! বৃদ্ধ সাবধানী
হইতে পারে না কভু তোমাদের নেতা !
তোমাদেরই মাঝে আছে বীর সব্যসাচী
আমি শুনিয়াছি বন্ধু সেই ঐশীবাণী
উর্ধ্ব হতে রুদ্র মোর নিত্য কহে হাঁকি,
শোনাতে এ কথা, এই তাঁহার আদেশ !

তোমাদের প্রাণের এ অনির্বাক-শিখা
যৌবনের হোম-কুণ্ড-পাশে বৃদ্ধ বসি ,
আগুন পোহাবে, বন্ধু এ দৃশ্য দেখিতে
যেন নাহি ঝাঁচি আর ! সমাধি হইতে
আর যেন নাহি উঠি প্রলয়ের আগে !

আজাদ

কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ-মুক্ত মুসলমান?
আল্লাহ্ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?
কোথা সে 'আরিফ', কোথা সে ইমাম, কোথা সে শক্তিস্বর?
মুক্ত যাহার বাণী শুনি কাঁদে ত্রিভুবন থরথর!
কে পিয়েছে সে তৌহীদ-সুধা পরমামৃত হায়?
যাহারে হেরিয়া পরাণ পরম শান্তিতে ডুবে যায়!
আছে সে কোরান-মজীদ আজিও পরম শক্তিভরা,
ওরে দুর্ভাগা, এককণা তার পেয়েছিস্ কেউ তোরা?
সেই যে নামাজ রোজা আছে আজও আজো সে কল্মা আছে,
আজো উথলায় আব-জম্জম কাবা-শরীফের কাছে।
নামাজ পড়িয়া, রোজা রেখে আর কল্মা পড়িয়া সবে
কেন হতেছিস দলে দলে তোরা কতল-গাহেতে জবেহ?
সব আছে, তবু শবের মতন ভাগাড়ে পড়িয়া কেন?
ভেবেছ কি কেউ কৌমের পীর, নেতা, কেন হয় হেন?
আজিও তেমনি জামায়েত হয় ঈদগাহে মসজিদে,
ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি তুলে আসে নিদে!
যেন দলে দলে কলের পুতুল, শক্তি শৌর্যহীন,
নাহিক ইমাম, বলিতে হইবে — ইহারা মুস্লেমিন!
পরম পূর্ণ শক্তি-উৎস হইতে জনম লয়ে
কেমন করিয়া শক্তি হারাল এ জাতি? কোন্ সে ভয়ে
তিলে তিলে মরে, মানুষের মত মরিতে পারে না তবু?
আল্লাহ্ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু!
খুঁজিয়া দেখিনু, মুসলিম নাই, কেবল কাফেরে ভরা, —
কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতিজরা।
অজ্ঞান-অন্ধকার যাহারে রেখেছে আবৃত করি,
নিত্য সূর্য জ্বলে, তবু যার পোহাল না বিভাবরী!

আল্লাহ্ আর তাহার মাঝারে কোনো আবরণ নাই,
এই দুনিয়ায় মুসলিম সেই — দেখেছ তাহারে ভাই?
আল্লার সাথে নিত্য-যুক্ত পরম শক্তিস্বর,
এই মুসলিম-কবরস্থানে পেয়েছ তার খবর?
চায়নাক যশ, চায়নাক মান, নিত্য নিরভিমান,
নিরহঙ্কার আসক্তি-হীন — সত্য যাহার প্রাণ;
জমায় না যে বিস্ত নিত্য মুসাফির গৃহহীন,
আসমান যার ছত্র ধরেছে, পাদুকা যার জমীন;
দিনে আর রাতে চেরাগ যাহার চন্দ্র সূর্য তারা,
আহার যাহার আল্লার নাম — প্রেমের অশ্রু-ধারা?

যার পানে চায় — সেই যেন পায় তখনি অমৃত বারি,
যারে ডাকে — সে অমনি তাহার সাথে চলে সব ছাড়ি?
অনন্ত জনগণ মাঝে পারে শক্তি সম্ভারিতে,
যারে স্পর্শ করে সে অমনি ভরে ওঠে অমৃতে।
সেই সে পূর্ণ মুসলমান সে পূর্ণ শক্তি-ধর,
'উম্মি' হয়েও জয় করিতে সে পারে এই চরাচর!
যে দিকে তাকাই দেখি যে কেবলি অন্ধ বদ্ধ জীব,
ভোগেন্দ্ৰ, পঙ্কু, খণ্ড, আতুর, বদ-নসীব।
কাগজে লিখিয়া, সভায় কাঁদিয়া গুম্ফ শূশ্রু ছিড়ে,
আছে কেউ নেতা, লবে ইহাদের অমৃত সাগর-তীরে
আসে অনন্ত শক্তি নিয়ত যে মূল-শক্তি হতে
সেখান হইতে শক্তি আনিয়া ভাসাতে শক্তি-সোতে —
কোন তপস্বী করিছে সাধনা? বন্ধু, বৃথা এ শ্রম,
নিজে যার ভ্রম ভাঙেনি সেই কি ভাঙবে জাতির ভ্রম?
দোজখের পথে, ধ্বংসের পথে চলিয়াছে সারা জাতি,
শূন্য দুহাত 'পাইয়াছি' বলে তবু করে মাতামাতি!

সেদিন এমনি মাতালের সাথে পথে মোর হল দেখা
শুধানু, “কি পেলো?” সে বলে, “দেখনা, কপালে রয়েছে লেখা?”

কপালের পানে চাহিয়া আমার নয়নে আসিল বারি,
 বাদশাহ হতে পারিত যে হয়, পেয়েছে সে জমিদারী !
 দলে দলে আসে, কারও বুকে, কারও পেটে, কারও হাতে লেখা,
 আজাদীর চিন্ — অর্থাৎ কিনা চাকুরির মসী-লেখা !
 কাঁদিয়া কহিনু, — ওরে বে-নসীব, হতভাগ্যের দল,
 মুসলিম হয়ে জনম লভিয়া এই কি লভিলি ফল ?
 অন্যেরে দাস করিতে, কিংবা নিজের দাস হতে, ওরে
 আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে ?
 ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ
 এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ ?
 হয় গণ-নেতা ভোটের ভিখারী নিজের স্বার্থ তরে
 জাতির যাহারা ভাবী আশা, তারে নিতেছ খরিদ করে ।
 সারাজাতি সারারাত্তি জেগে আছে যাহাদের পানে চেয়ে,
 যে তরুণ দল আসিছে বাহিরে জ্ঞানের মানিক পেয়ে —
 তাহাদের ধরে গোলাম করিয়া ভরিতেছ কার ঝুলি ?
 চা-বাগানের আড়কাঠি যেন চালান করিছ কুলি !
 উহারা তরুণ, জানেনা উহারা কেন লভিল এ জ্ঞান,
 তপস্যা করি জাগাবে উহারা ভারত-গোরস্তান !
 ওদের আলোকে আলোকিত হবে অন্ধকার এ দেশ,
 ওদেরই শৌর্যে ত্যাগে মহিমায় ঘুচিবে দীনের ক্লেশ ।

তুমি চাকুরির কশাই-খানায় ঘুরিছ তাদের লয়ে,
 তুমি কি জ্ঞান না, ওখানে যে যায় — সে যায় জবেহ্ হয়ে ?
 দেখিতেছ না কি শিক্ষিত এই বাঙালির দুর্দশা,
 মানুষ যে হত, চাকরি করিয়া হয়েছে সে আজ মশা ।
 ভিক্ষা করিয়া মরুক উহারা, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলে—
 সমবেত হোক ধ্বংস-নেশায় মুক্ত আকাশ-তলে ।
 আগুন যে বুকে আছে — তাতে আরো দুখ-ঘৃতাহতি দাও,
 বিপুল শক্তি লয়ে ওরা হোক জালিম্ পানে উধাও
 যে ইম্পাতে তরবারি হয়, আঁশ-বাঁটি কর তারে ।
 অন্ধ, খঞ্জ, জরাগ্রস্ত নিজেরা অন্ধকারে

ঘুরিয়া মরিছ, তাই কি চাহিছ সবাই অন্ধ হোক ?
 কৌম জাতির প্রাণ বেচে তুমি হইতেছ বড় লোক !...
 আজাদ-আত্মা ! আজাদ-আত্মা ! সাড়া দাও, দাও সাড়া !
 এই গোলামীর জিজ্ঞীর ধরে ভীম বেগে দাও নাড়া ।
 হে চির-অরুণ তরুণ, তুমি কি বুঝিতে পারনি আজো ?
 ইঙ্গিতে তুমি বৃদ্ধ সিদ্ধবাদের বাহন সাজো !
 জরারে পৃষ্ঠে বহিয়া বহিয়া জীবন যাবে কি তব,
 জীবন ভরিয়া রোজা রাখি' ঈদ আনিবে না অভিনব ?
 ঘরে ঘরে তব লাঞ্ছিতা মাতা ভগ্নিরা চেয়ে আছে,
 ওদের লজ্জা-বারণ শক্তি আছে তোমাদেরই কাছে ।
 ঘরে ঘরে মরে কচি ছেলে মেয়ে দুধ নাহি পেয়ে, হয়,
 তোমরা তাদের বাঁচাবে না আজ বিলাইয়া আপনায় ?
 আজ মুখ ফুটে, দল বেঁধে বল, বল ধনীদেব কাছে,
 ওদের বিস্তে এই দরিদ্র দীনের হিসসা আছে ।
 ক্ষুধার অন্নে নাই অধিকার ; সঞ্চিত যার রয়,
 সেই সম্পদে ক্ষুধিতের অধিকার আছে নিশ্চয় ।
 মানুষের দিতে তাহার ন্যায় প্রাপ্য ও অধিকার
 ইসলাম এসেছিল দুনিয়ায়, যারা কোরবান তার —
 তাহাদেরই আজ আসিয়াছে ডাক — বেহেশত্ পার হতে,
 আনন্দ লুট হবে দুনিয়ায় মহা-ধ্বংসের পথে—
 প্রস্তুত হও — আসিছেন তিনি অভয় শক্তি লয়ে —
 আল্লাহ্ থেকে আবে-কওসর নবীন বার্তা বয়ে ।
 অন্তরে আর বাহিরে নিত্য আজাদ মুক্ত যারা —
 নব-জেহাদের নিভীক দুর্বীর সেনা হবে তারা,
 আমাদেরই আনা নিয়ামত পেয়ে খাবে আর দেবে গালি,
 জেহাদের রণে নওশা সাজিয়া মোরা দিব হাত-তালি ।
 বলিব বন্ধু, মিটেছে কি ক্ষুধা, পেয়েছ কি কওসর ?
 বেহেশতে হবে তববীর ধনি, আল্লাহ্ আকবর ।
 জিন্নাত্ হতে দেখিব মোদের গোরস্তানের পর
 প্রেমে আনন্দে পূর্ণ সেথায় উঠেছে নূতন ঘর ।

ঈদের চাঁদ

সিড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা মজুর ও বিড়ি-ওয়ালা ;
মোদের হিসসা আদায় করিতে ঈদে
দিল হুকুম আল্লাতাতালা ।
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়ি-ওয়ালা, দেখ কারা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেবো ঈদগাহে ।
আনিয়াছে নবযুগের বারতা নতুন ঈদের চাঁদ,
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ ।
মৃত্যু মোদের ইমাম সারথি, নাই মরণের ভয় ;
মৃত্যুর সাথে দোস্তি হয়েছে — অভিনব পরিচয় ।
যে ইসরাফিল প্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে—
তাঁরি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে ।

মৃত্যু মোদের অগ্র-নায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
ফির্দৌসের দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহীদ ।
আমাদের ঘিরে চলে বাঙলার সেনারা নৌ-জোয়ান,
জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রীশ্চান কি মুসলমান ।
নির্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজলুম্ ভাই—
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই ।
এক আল্লার সৃষ্ট সবাই, এক সেই বিচারক,
তাঁর সে লীলার বিচার করিবে কোন্ ধর্মিক বক ?
বকিতে দিব না বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুটি,
এই ভেদ-জ্ঞানে হারিয়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটি ।
মোরা শুধু জানি, যার ঘরে ধন রত্ন জমানো আছে,
ঈদ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে ।

এসেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তাঁর লুকুম,
 কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মরিব, সহিব এই জুলুম ?
 যক্ষের মত লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইয়া যারা
 খোদার সৃষ্ট কাঙালে জাকাত দেয় না, মরিবে তারা ।
 ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আল্লার অভিশাপ,
 অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ ।
 তাঁরি ইচ্ছায় — ব্যাঙ্কের দিকে চেয়ো না — উর্ধ্বে চাহ,
 ধরার ললাটে ঘনায় ঘোলাটে প্রলয়ের বারিবাহ !
 আল্লার ঋণ শোধ কর, যদি ঝাঁচিবার থাকে সাধ ;
 আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখ আকাশে ঈদের চাঁদ !
 তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কি রূপ ধরেছে, দেখ,
 চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ ! দেখে মনে রেখো !

প্রজারাই রোজ রোজ রাখিয়াছে, আজীবন উপবাসী,
 তাহাদেরই তরে এই রহমত, ঈদের চাঁদের হাসি ।
 শুধু প্রজাদের জমায়েত হবে আজিকার ঈদগাহে,
 কাহার সাধ্য, কোন্ ভোগী রান্ধস সেথা যেতে চাহে ?
 ভেবো না, ভিক্ষা চাহি মোরা, নহে শিক্ষা এ আল্লার,
 মোরা প্রতিষ্ঠা করিতে এসেছি আল্লার অধিকার !
 এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের ভয়ে,
 আবার খালেদ এসেছে আকাশে বাঁকা তলোয়ার লয়ে !
 কঙ্কালে আজ ঝলকে বজ্র, পাষাণের জাগরণ,
 লাশে উল্লাস জেগেছে রুদ্র উদ্ধত যৌবন !
 দারিদ্র্য-কারবালা-প্রান্তরে মরিয়াছি নিরবধি,
 একটুকু কৃপা করনি, লইয়া টাকার ফোঁরাত নদী ।
 কত আস্‌গর মরিয়াছে, জান, এই বাপ মার বুকে ?
 সকিনা মরেছে, তোমরা দখিনা বাতাস খেয়েছ সুখে ।
 শহীদ হয়েছে হোসেন, কাসেম, আজগর, আব্বাস,
 মানুষ হইয়া আসিয়াছি মোরা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস !
 তোমরাও ফিরে এসেছ এজিদ সাথে লয়ে শ্রেত-সেনা,
 সে-বারে ফিরিয়া গিয়াছিলে, জেনো, আজ আর ফিরিবে না ।

এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোনো ভেদ,
তঁার দান কৃপা কল্যাণে কেহ হবে না না-উম্মেদ !
ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো ব্যস্তের চাবি,
আমাদের নহে, আল্লার দেওয়া ইহা মানুষের দাবি !
বাঁচিবে না আর বেশি দিন রাক্ষস লোভী বর্বর,
টলেছে খোদার আসন টলেছে, আল্লাহ্-আকবর !
সাত আসমান বিদারি' আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিমে মারিয়া করিবেন মজলুমের প্রাপ্য শোধ ।

banglainternet.com

চাঁদনী রাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ, জোছনা সোনায়ে রাঙে ।
তৃতীয় চাঁদের 'শাম্পানে' চড়ি' চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া ।
তৃতীয়া চাঁদের বাকি 'তের কলা' আবছা কালোতে আঁকা,
নীলিম প্রিয়ার নীলা 'গুলু রুখ' অব-গুঠনে ঢাকা ।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
সেহেলি 'লায়লি' দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি ।
দিক্‌চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি,
নীহার নেটের কুয়াশা-মশারি — ও কি বর্ডার তারি ?
সাতাশ তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশ্চুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে ।
উহু উহু করি' কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে নীলা ছরী,
লুকিয়ে দেখে তা 'চোখ গেল' ব'লে চোঁচায় পাপিয়া ছুঁড়ি !
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া গ্রহর জাগে,
ঝিকিঝিকি করে মাঝে মাঝে — বুঝি বঁধুর নিশাস লাগে ।
উজ্জ্বল জ্বালায় সন্ধানী-আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কাল-পুরুষ' সে জাগি' বিন্দ্র করিতেছে পায়চারি ।
সেহেলিরা রাতে পালায়ে এসেছে উপবনে কোন্ আশে,
হেথা হেথা ছোট পিকের কণ্ঠে ফিক্ ফিক্ করে হাসে ।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরের রূপে ঘর্মবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে সখি,
নবমী চাঁদের 'সসারে' ও কে গো চাঁদিনী-শিরাজী ঢালি'
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে — 'তব্বরা পিও লো আলি !'
কার কথা ভেবে তারা-মঙ্গলিসে দূরে একাকিনী সাকী
চাঁদের 'সসারে' কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি !...

ফরহাদ-শিরী লায়লী-মজনুঁ মগজে করেছে ভিড়,
মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বোয়ালার মীড় !

আনমনা সাকি ! অমনি আমারো হৃদয়-পেয়ালা-কোণে
কলঙ্ক-ফুল আনমনে সখি লিখো মুছে খনে খনে !

banglainternet.com

গ্রন্থ ও রচনা পরিচিতি

banglainternet.com

নতুন চাঁদ

‘নতুন চাঁদ’ প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : মোহাম্মদ ছদরুল আনাম খান ; মোহাম্মদী বুক এজেন্সি ; ৮৬-এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

৬৪ পৃষ্ঠা ; দাম দুই টাকা। মুখবন্ধে ‘প্রকাশক’ বলেন —

বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ রোগশয্যায়। প্রতিভার দীপ্ত সূর্য ব্যাধির কাল-মেঘে আচ্ছন্ন। এ মেঘ কেটে যাবে, এ আশা আমাদের আছে এবং সত্তর কেটে যাক, আল্লার কাছে এই মোনাজাত করি।

কবির লেখা সর্বশেষ কবিতা-গ্রন্থ ‘নতুন চাঁদ’ তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার অনতিপূর্বে লিখিত কবিতাগুলির সম্বল। ‘নতুন চাঁদ’-এর পর তাঁর আর কোনো গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হবে বলে আশা করা যায় না। তাই এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও নজরুল কাব্য-পিপাসুদের হাতে ‘নতুন চাঁদ’ বহু আয়াস স্বীকার করেও আনন্দের সাথে তুলে দিলাম।

‘নতুন চাঁদ’ বাংলার জরাগ্রস্ত জীবনে নতুন আনন্দ ও আশার বাণী ধ্বনিত করুক, এই কামনা করি।

২৩শে মার্চ, ১৯৪৫

প্রকাশক

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে কাব্যখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক : মঈনউদ্দীন হোসয়ন বি.এ. ; নূর লাইব্রেরি, ১২/১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা-১৪। ৭২ পৃষ্ঠা ; দাম দুই টাকা আট আনা। মঈনউদ্দীন হোসয়ন ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৫১ তারিখে ‘দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন’-এ বলেন :

“বহু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণে কবির দুইটি নতুন কবিতা, যথা ‘ঈদের চাঁদ’ এবং ‘চাঁদনী রাতে’ সম্মিলিত হইল। প্রথম কবিতাটি অধুনালুপ্ত দৈনিক ‘নবযুগে’ (৪ঠা কার্তিক, ১৩৪৮) প্রকাশিত হয়। ‘ঈদের চাঁদ’ কবিতাটি ‘নবযুগে’ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ (৫ই কার্তিক বুধবার, ১৩৪৮ সাল, ২২শে অক্টোবর, ১৯৪১) নিজের স্তম্ভে উহা মুদ্রিত করিয়া কবির প্রতি অশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।”

কাব্যখানির প্রথম কবিতা : ‘নতুন চাঁদ’ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর দৈনিক ‘নবযুগ’ পত্রিকায় ‘নতুন চাঁদ — নৌজোয়ান !’ শিরোনামে বাহির হইয়াছিল।

‘চির-জনমের প্রিয়া’ ১৩৪৭ ফাল্গুনের, ‘আমার কবিতা তুমি’ ১৩৪৭ চৈত্রের-এবং ‘সে যে আমি’ ১৩৪৭ পৌষের ‘সংগাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘অভেদম্’ ১৩৪৭ অগ্রহায়ণে প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যক এবং ‘অভয়-সুন্দর’ ১৩৪৭ পৌষে প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যক ‘রূপায়ণ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

‘দুর্বার যৌবন’ দৈনিক ‘আজাদ’ হইতে ১৩৪৭ মাঘের মাসিক মোহাম্মদীতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। ‘আর কত দিন’ সেই মাসেরই মাসিক মোহাম্মদীতে বাহির হইয়াছিল।

‘মোবারকবাদ’ ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ৭ই আগস্ট মোতাবেক ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ তারিখের দৈনিক ‘আজাদ’ পত্রিকায় ‘মুকুলের মহফিল’ শিরোনামে ছাপা হইয়াছিল।

‘কৃষকের ঈদ’ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-সংখ্যা সাপ্তাহিক ‘কৃষক’ পত্রিকায় এবং ‘আজাদ’ সেই বৎসরেরই ঈদ-সংখ্যা ‘আজাদ’ পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।